প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পাণ্ডুলিপি
অনুবাদ বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশনায়
আল-কামাল আবদুল ওহাব
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
প্রকাশনা-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
মানিক লাল শর্মা
মনোরম মুদ্রায়ণ
২৪, শ্রীশদাস লেন, ঢাকা—১

প্রচ্ছদ : প্রাণেশ মণ্ডল

শহীদ আলাউদ্দীন জাহীন
স্মরণীয়েষু

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ

দ্বাররুদ্ধ

প্রজাপতি নির্বন্ধ

অনুবাদকের কথা

ক্রিস্টোফার মার্লোর 'দি ট্র্যাজিক্যাল হিস্ট্রি অব ডক্টর ফস্টাস' নাটকটির সাহিত্যমূল্য যেমন, নাট্যমূল্যও তেমনই অপরিসীম। এলিজাবেথীয় যুগের অন্যতম মঞ্চসফল নাটকরূপে এটি পরিগণিত। সে কারণেই 'ডক্টর ফস্টাস' এ যুগেও মঞ্চায়িত হয়ে থাকে, বিশেষভাবে ইংরেজিভাষী দেশসমূহে। শুধু তাই নয়, সাধারণভাবে 'নাস্তিকদের দেশ' বলে পরিচিত সমাজতন্ত্রী দেশসমূহও 'ডক্টর ফস্টাস'-এর নাট্যগুণকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করেছে, যদিও 'ডক্টর ফস্টাস'কে ধর্মীয় নাটক, 'ঈশ্বরমুখী' নাটকরূপে উপস্থিত করা আদৌ কঠিন নয়। সমাজতন্ত্রী দেশ পোল্যাণ্ডের তথা বর্তমান নাট্যজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজক—নাট্যচিন্তায়, প্রশিক্ষণে ও পরিবেশনে যিনি 'বিপ্লব' এনেছেন বলে সম্মানিত—ইয়ারযি গ্রোটোওস্কি বৎসরাধিক কাল ধরে নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন, শুধু নিজ দেশে নয়, য়ুরোপের অন্যান্য স্থানেও; এবং বলা হয়ে থাকে যে, গ্রোটোওস্কি যে ক'টি নাটক অবলম্বনে নাট্যমঞ্চে বিপ্লব এনেছেন 'ডক্টর ফস্টাস' তার অন্যতম।

'ডক্টর ফস্টাস' রচিত হয় ১৫৮৮ সালে, এবং ১৫৮৮-৮৯ সালের মওসুমে লর্ড এ্যাডমিরালের প্রযোজনায় লর্ড এ্যাডমিরালস সার্ভেণ্টস নাট্যদল কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

'ডক্টর ফস্টাস'-এর দু'টি ভার্সন পাওয়া যায়। প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে, মার্লোর মৃত্যুর দশ বছর পরে। অপরটি ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে। পরবর্তী ভার্সনের পংক্তি সংখ্যা ২১২১, অপরপক্ষে প্রথমটির ১৫১৭। পণ্ডিতজনেরা প্রথম ভার্সনটিকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে থাকেন।

আমি জন গাসনার সম্পাদিত 'ট্রেজারী অব দি থিয়েটার' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত টেকস্ট্ থেকে অনুবাদ করেছি। 'ডক্টর ফস্টাস' মূলতঃ পদ্যে রচিত; খুব অল্প অংশই গদ্যে। কিন্তু বর্তমান অনুবাদে ফস্টাসের মনোলোগ ও সুদেবী-কুদেবী-ফস্টাস অংশগুলোই পদ্যে অনূদিত হয়েছে।

মূল নাটকে মোট ষোলোটি দৃশ্য রয়েছে। আমার এ অনুবাদ-কর্মে পাঁচটি দৃশ্য—দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, নবম ও দ্বাদশ—এবং কোরাস (প্রোলোগ ও এপিলোগ) বাদ দিয়েছি। তবে দ্বাদশ দৃশ্যের শেষ দু'টি সংলাপ—ওয়াগনার ও ফস্টাসের—আমার অনুবাদে সপ্তম দৃশ্যে যোগ করেছি। ওয়াগনারের সংলাপটি মেফিস্টোফিলিসের কণ্ঠে দেয়া হয়েছে। যে-সব দৃশ্য থেকে অনুবাদ করেছি সেসব দৃশ্যও কিছুটা সম্পাদিত হয়েছে। যেমন, প্রথম দৃশ্যে ফস্টাসের মনোলোগ, চতুর্থ দৃশ্যে (বর্তমান অনুবাদে) মেফিস্টোফিলিসের সঙ্গে ফস্টাসের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সংলাপ প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

এই সম্পাদনার কারণ ছিলো এই যে, আমি নাটকটি মঞ্চস্থ করবো আশা করেছিলাম, এবং অনুবাদও করেছিলাম এজন্যেই। আর তাই, আমার ধারণায় মঞ্চায়নে অপরিহার্য অংশই অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেছিলাম।

নাটকটির অনুবাদ আমার দ্বারা আদৌ সম্ভব হতো না যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র, তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল অভিনেতা স্নেহভাজন আলাউদ্দিন জাহীন আমাকে বাধ্য না করতো। প্রধানতঃ তারই অবিরাম তাগাদায় মাত্র তিন মাসের প্রচেষ্টায় (জুলাই—সেপ্টেম্বর, ১৯৭০, তখন আমি ঢাকায়, টেলিভিশন কেন্দ্রে চাকুরিরত) বর্তমান অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছিলো। জাহীন নিজেও আমাকে সাহায্য করেছে, বিশেষভাবে অনূদিত সংলাপের প্রজেকটিং সম্ভাবনার ব্যাপারে। জাহীন আর নেই ; বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সে শহীদ হয়। (ফস্টাস চরিত্রটি তার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো)। তার কাছে আমি ঋণী। অভিনেতা-নাট্যপ্রযোজক, বন্ধু আতাউর রাহমান নিবিষ্ট শ্রোতার ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রজেকটিং-এর ক্ষেত্রে ও মঞ্চায়ন পরিকল্পনায় পরামর্শ দিয়েছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কতিপয় শব্দের, সংলাপের সঠিক অর্থ, ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন রেফারেন্স দান করে আমাকে কৃতজ্ঞ ও বাধিত করেছেন।

আমার দু'জন ছাত্রী, কল্যাণীয়া প্রতিমা দাশগুপ্তা ও সুজাতা ঘোষ পাণ্ডুলিপি থেকে কপি করতে, এবং অনুজা ফরিদা হায়দার প্রেস কপি তৈরী করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। এদেরকে আন্তরিক আশীর্বাদ।

অনুবাদটি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

জিয়া হায়দার

ক্রিস্টোফার মার্লো ও ডক্টর ফস্টাস

ক্রিস্টোফার মার্লোর জন্ম ক্যান্টারবারীতে, ১৫৬৪ সালে—এই একই বছরে শেকসপীয়রেরও জন্ম। মার্লোর পিতা জুতো ব্যবসায়ী, মা পাদ্রীকন্যা। দুঃখজনকভাবে স্বল্পায়ু হলেও মার্লো ইংলিশ রেনেসাঁর অন্যতম প্রধান নাট্যকার তো বটেই, অন্যতম নির্মাতাও, এবং এলিজাবেথীয় সাহিত্যে ও সমাজে বুদ্ধিজীবিতায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত।

মেধাবী ছাত্র ছিলেন মার্লো—পড়ালেখা ক্যান্টারবারীর কিংস্ কলেজে ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেম্ব্রিজে থাকাকালীন ক্লাসে তাঁর ক্রমাগত অনুপস্থিতি ও অন্যবিধ আচরণ গতিবিধি এতো সন্দেহজনক হয়ে পড়েছিলো যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন, তাঁর শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটিয়ে দিতে উদ্যোগ নেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের প্রিভি কাউন্সিল জুন ২৯, ১৫৮৭-এর এক পত্রে* বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করে মার্লোকে এম. এ. ডিগ্রীতে ভূষিত করার জন্যে, যদিও সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ মার্লোর প্রতি আনা হয়েছিলো।

মার্লোর বন্ধুত্ব ছিলো স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে, স্যার ফিলিপ সিডনী প্রমুখ রাজ-অমাত্য ও খ্যাতিমান পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে, কিন্তু তাঁর জীবনধারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ছিলো না—বাটপাড়, পকেটমার, জুয়াচোর, গুপ্তচর, মদ্যপ ইত্যাকার ব্যক্তিও তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলো। তাঁর মৃত্যুও দুঃখজনক—মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে (১৫৯৩) একটি মদ্যশালায় তাঁর ঐসব বন্ধুদের কয়েকজনের সঙ্গে কলহে তাদেরই হাতে তিনি নিহত হন। পিতামাতার ইচ্ছে ছিলো ক্রিস্টোফার পাদ্রী বা গীর্জার সেবক হবেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যু তাঁকে নিয়ে বিপরীত রসিকতাই করেছে।

মার্লোর বিভিন্নমুখী জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো তাঁর উগ্র মতবাদ। তৎকালীন প্রচলিত সমাজবিধি, রাজনৈতিক ও ধর্মনির্ভর জীবনে বিরুদ্ধ-

* পত্রটির অংশবিশেষ: "...he had done her Majesty good service, and deserved to be rewarded for his good dealing."

বাদীর ভূমিকা ছিলো তাঁর, যদিও বৃটিশ রাজদরবার বহু আগেই (১৫৫৩ সালে সম্রাট ৮ম হেনরী রোমের পোপের আধিপত্য থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসেন) ধর্মীয় অনুশাসনকে রাজকার্যের ব্যাপারে অগ্রাহ্য করেছে, এবং রেনেসাঁ ধর্মকে জীবনের মূল কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রেরণা-স্বরূপ, তবুও সমাজজীবনে ধর্মবোধ শিথিল হয়নি, ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি মধ্যযুগ থেকে সবেমাত্র বেরিয়ে আসা সমাজে তখনো অটল (এই চাঁদে যাওয়ার যুগেও কি পৃথিবীতে ধর্মের প্রভাব শিথিল হয়েছে ?)। সেই আবহাওয়া ও পরিবেশে নাস্তিক চেতনা মার্লোকে একদিকে গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে বিপজ্জনক ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করেছে। নরহত্যার অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন (১৫৯২-এ), শান্তিরক্ষার কারণে তাঁর ওপরে পুলিশের হস্তক্ষেপ ও মুচলেকা গ্রহণ ইত্যাদি তাঁর জীবনকে করে তুলেছে দুঃসাহসিক ও বিচিত্র। তাঁর বন্ধু নাট্যকার টমাস কীড (যাঁকে তিনি কিছুকালের জন্যে থাকার জায়গা দিয়েছিলেন) তাঁকে অধার্মিকতা ও চারিত্রিক দোষে দোষী করেছেন, রবার্ট গ্রীন প্রচুর নিন্দা করেছেন, আর রিচার্ড বেইন্‌স্ তাঁর নাস্তিকতা সম্পর্কে প্রায় কুড়িটি অভিযোগ এনেছেন। মৃত্যুকালে প্রিভি কাউন্সিল তাঁর চরিত্রদোষ, নাস্তিকতা প্রভৃতি অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করছিলো।

মার্লো ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনিই যে প্রথম মধ্যযুগীয় ধর্মনির্ভর নাটক ও টিউডর আমলের হালকা ইণ্টারল্যুড নাটকের প্রচলনকে ভেঙে দিলেন তাই নয়, সংলাপে আনলেন নাটকীয়তা। নাটকে ব্যবহৃত প্রচলিত পদ্যছন্দকে ভেঙে করে তুললেন অধিকতর উপযোগী ও গতিময়, এবং নাট্যশৈলীতে আনলেন বিপ্লব, অন্ততঃ ঐ সময়ের বিচারে। শেক্‌স্‌পীয়র লণ্ডনে এলেন মার্লোর মৃত্যুর ছয় বছর আগে, এবং নাট্যকাররূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৫৯২-এ, মার্লো ততোদিনে ইংরেজী নাটকের জগতে নতুন দিকচিহ্ন প্রোথিত করে ফেলেছেন, অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন রেনেসাঁর আদর্শের ও মূলমন্ত্রের—শেক্‌স্‌পীয়রের জন্যে যাত্রাপথকে অগ্রপথিক হিসেবে যতোটা মসৃণ করে দেয়া সম্ভব প্রায় সবই করে রেখেছেন।

মার্লোর প্রথম নাটক অসমাপ্ত—Dido, Queen of Carthage ;

দ্বিতীয় নাটক **Tamburlaine*** তৃতীয়টি এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ—**The Tragical History of Doctor Fausuts,** পরবর্তী নাটক **Jew of Malta** নাটক হিসেবে দুর্বল কিন্তু অনেকেই শেক্‌সপীয়রের **Merchant of Venice**-এর পূর্বসূরী মনে করেন। আরেকটি নাটক **Massacre at Paris**-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি, এবং শেষ নাটক **Edward the Second**—পরবর্তীকালে শেক্‌সপীয়র ও অন্যান্যে হাতে যে ঐতিহাসিক নাটকের জয়যাত্রা তাঁর সূচনা।

মার্লো এবং তাঁর সৃষ্টির বিচার রেনেসাঁর আলোকেই হয়ে থাকে, এবং তা-ই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সমসাময়িক কালকে উপেক্ষা করে কোনো শিল্পকর্মের রচনাও যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তার ভিত্তিও সুদৃঢ় হতে পারে না। সমস্ত য়ুরোপে সবার উপরে মানুষ সত্য, মানুষের আত্মশক্তিই একমাত্র ও সর্বৈব, এই বোধ ও উপলব্ধির প্রত্যয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিকের উন্মোচন ও উদ্বোধন, নতুন নতুন মহাদেশের আবিষ্কার, নতুন নতুন রাজ্যের অধিকার লাভ, বিদেশ থেকে ধনসম্পদ আহরণের লোভ ও উন্মত্ততা, সাম্রাজ্যবাদের নিশ্চিত পদধ্বনি, প্রচলিত ধন বণ্টন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং বুর্জোয়া সমাজের আবির্ভাব, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে সরিয়ে বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থনীতির ক্রমপ্রসারতা, ধর্মবোধে শৈথিল্য, বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে, নতুন উদ্ভাবনা, রাষ্ট্রনীতিতে রাজতন্ত্র সত্ত্বেও নবলব্ধ বুর্জোয়া চেতনার প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি—অতএব তৎকালীন য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনায় অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব। এবং মার্লো এই বিপ্লবেরই সন্তান, বিপ্লবী-সন্তান। সে কারণেই মার্লোর তৈমুরলঙ্গ সমস্ত নৃশংসতা সত্ত্বেও অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী মহাবীর; নিজের শক্তিতে ও ক্ষমতাবলে যিনি আসমুদ্র-হিমাচলের প্রভুত্ব জয় করেছেন তিনিই মার্লোর আরাধ্য; তৈমুরলঙ্গ মানুষ হয়েও ঈশ্বরের সমকক্ষ যেন। তাঁর ডক্টর ফস্টাসও প্রায় অনুরূপ।

ডক্টর ফস্টাসের কাহিনী নেয়া হয়েছে জার্মানীতে প্রচলিত একটি কাহিনী

* নাটকটি "Vigorous epic drama" রূপেও বর্ণিত।

থেকে—এটি ১৫৮৭ সালে জার্মান ভাষায় হিস্ট্রি অব ডক্টর যোহান ফস্টেন নামে প্রকাশিত হয়। সেখানে ফস্টাস প্রধানতঃ যাদুকররূপেই বর্ণিত হয়েছে, এবং সে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে যাদুবিদ্যার মাধ্যমে শয়তানের সাহায্যে ক্রিশ্চিয়ান সুনীতি-বিরোধী কাজ করেছে, পরিশেষে ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করেছে। অর্থাৎ যোহান ফস্টেনের কাহিনী পুরোটাই ধর্মনির্ভর চেতনায় লিখিত। কিন্তু মার্লোর ফস্টাস জ্ঞানী, ব্যক্তিবাদী, আপন শক্তিতে বিশ্বাসী, আপন আবেগের চঞ্চল শিকার, বিজ্ঞানের আলোকে আত্মবিচারে গর্বিত ও তৃপ্ত, রেনেসাঁর উজ্জল প্রতিনিধি—মার্লোর ফস্টাস যেন মার্লো নিজেই। এজন্যেই মার্লোর ফস্টাস 'ঈশ্বর সমান' হতে চায়, কোন জ্ঞানই সে অসম্পূর্ণ রাখতে চায় না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল সংশয় নিরসন করতে অতীব আগ্রহী ; সেজন্যেই সে বারে বারে ভারত-ভূমিতে স্বর্ণ সংগ্রহ আর প্রাচ্যের সমুদ্রতল থেকে অদৃষ্টপূর্ব মণিমুক্তা আর এম্বডেনের সকল বৈভব লাভের সম্ভাবনায় উজ্জল-চক্ষু। সেজন্যেই সে শুধুমাত্র অতীন্দ্রিয় জগতের অধীশ্বর হতে চায় না, তারো বেশী, সমগ্র পৃথিবীর একক সম্রাট, আর এই একই কারণে মার্লোর ফস্টাসকে শুনতে হয় এমন অমোঘ বাণী—স্বর্গ মানুষের জন্যেই নির্মিত, অতএব মানুষ স্বর্গের চেয়ে মহত্তম।

তবুও পরিশেষে ডক্টর ফস্টাসের পরাজয়, বিজয়ী ঈশ্বর—ফস্টাস ঈশ্বরের সিংহাসন জয় করে নিতে পারেনি, সমকক্ষও নয়, ফস্টাসকে তারই কাছে নতজানু হতে হয়েছে, তারই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছে আকুল চিত্তে, দগ্ধ অনুতাপে। কিন্তু সজ্ঞানে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে শয়তানের দাসত্ব গ্রহণ করা প্রকারান্তরে ঈশ্বরেরই সমক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার বাসনাই অপরাধ—তা কোনো অনুতাপেই নির্মলতা ও শুচিতা লাভ করছে না। এই পরিণতি হেতুই 'ডক্টর ফস্টাস'-এ মধ্যযুগীয় Religious বা Morality Play-এর প্রভাবকে অস্বীকার করা যাবে না। কেননা ঈশ্বরের জয় পুণ্যের জয়ই এতে সূচিত—যীশুর আশ্রয় নিলে স্বর্গ লাভ হতো, এই বক্তব্য যেন অনেকটা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও এটা Morality Play নয়, কারণ

মধ্যযুগীয় নাটকে বা জীবন চেতনায় সব কিছুই ঈশ্বর ও যীশু-কেন্দ্রিক, ব্যক্তি-বাদিতার তথা মানবকেন্দ্রিক জীবনবোধের স্থান ছিল না তাতে। এখানে মার্লোর ফস্টাস নিজেই Hero, কোনো স্থাপিত আইডিয়ার প্রতিনিধি নয়, যেমন Everyman নাটকের Everyman, জন ফস্টাস Individual, এমনই একজন "rampant individualist", যিনি অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা-সম্পন্ন ও গর্বিত স্বভাব—রেনেসাঁর বেপরোয়া সৃষ্টি—তার প্রতিকৃতি ও পরিণতি, নির্মমভাবে ট্র্যাজিক, তারই।

অবশ্য এতেই বক্তব্য শেষ হয়ে যায় না। প্রশ্ন থেকে যায়। ফস্টাস কি শুধুই একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, ঈশ্বর বিরোধিতার মাধ্যমে আপন বাসনা চরিতার্থ করার ভেতরেই যার আনন্দ ও গর্ব, আত্মাহংকারে একচক্ষু দানব, যেন কোনো স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী জ্ঞানপাপী শাসক বা সম্রাট যার অভিধানে লোভ-লালসা স্বার্থ ব্যতিরেকে আর কোনো শব্দ নেই? এবং যার পরিণাম ভয়াবহ ও করুণ হতে বাধ্য?—একদিক থেকে তাই। কিন্তু মার্লোর ফস্টাসের কাছে, যিনি কোনোমতেই মধ্যযুগীয় কিংবদন্তীর যাদুকর শুধু নন, ঈশ্বরের অর্থ Eternal Goodness—সত্য শিব ও সুন্দর। মার্লোর ফস্টাস এটা নিশ্চয়ই জানতো যে, সেই ঈশ্বরকে অস্বীকার করা, সেই ঈশ্বর থেকে সরে যাওয়ার অর্থই মানবিকতা—রেনেসাঁ চেতনালব্ধ হিউম্যানিজমকে (যার সঙ্গে প্রচলিত বিধিবদ্ধ ধর্মীয় ঈশ্বরের সম্পর্ক নেই), সামগ্রিকভাবে জীবনকে অস্বীকার করা, ধ্বংস করা। সেজন্যেই ফস্টাসকে আমরা কুহকীবিদ্যায় পারদর্শী হবার পরও দেখি, লুসিফারের কাছে আত্মা বিক্রয় করে দেবার পরও অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত। ফস্টাস আপনান্তর্গত দ্বন্দ্ব থেকে সত্য শিব সুন্দরের আশ্রয়ে আসতে পারেনি, কারণ সে মানুষ, আর এই আসতে না-পারাটাই তার ট্র্যাজেডী—মানব ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র মানব ব্যষ্টির ট্র্যাজেডীর মর্যাদা লাভ করেছে।

কিন্তু ফস্টাসের ঈশ্বর-ত্যাগ কি জ্ঞানত নয়? জ্ঞানতই বটে। ফস্টাস কোন্ ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছে, পরিত্যাগ করেছে?—মানবজীবনের উত্তম

ও কল্যাণহেতু যে ঈশ্বর তিনি পরিত্যাজ্য ন'ন; পরিত্যাজ্য সেই ঈশ্বর যিনি স্থবির, গতিহীন; গ্রহণযোগ্য সে-ই, শয়তান—বিধিবদ্ধ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অস্থির ও dynamic. শয়তানের কাছ থেকে পাওয়া এই dynamism-কে ফস্টাস সুপথে চালিত করতে পারেনি—অপরিমেয় ক্ষমতাকে মহত্তর পথে ক'জনই বা কাজে পরিণত করতে সক্ষম?—উপরন্তু, অ-সুন্দর ও অ-সত্য পথে লব্ধ শক্তি ও ক্ষমতা সুন্দর ও সত্যের পথে ব্যয়িত হয় না। এবং ফলত তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, জয় সেই ঈশ্বরের, সত্য শিব ও সুন্দরের, যা কিনা ঐ dynamism থেকে অনেক বেশী dynamic. তাই ফস্টাস সেই অ-সত্য অ-সুন্দরের প্রতিনিধি শয়তানকে গ্রহণ করে শাস্তি ভোগ করতে চলেছে, শাস্তিদাতা 'ঈশ্বর'।

নাটকের গোড়াতে এটা প্রতীয়মান যে ফস্টাস এই 'ঈশ্বর'কেই জ্ঞানত পরিত্যাগ করেছে, ঘৃণা ও উপেক্ষার মাধ্যমে অস্বীকার করেছে। কিন্তু শয়তানের কাছে আত্মা সম্প্রদানের পর তার যে দ্বন্দ্ব—সংক্ষিপ্ত হলেও এবং শেষ দৃশ্যে তার অনুতাপে ফস্টাসের ঈশ্বরবোধের ক্রমবিকাশ লক্ষণীয়, যদিও অনেকখানিই অস্পষ্টভাবে বিবর্তিত। আসলে ডক্টর ফস্টাস, জ্ঞানী-প্রবর, বিদ্যাবাচস্পতি, ঈশ্বরের যথাযথ মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েও তাঁকে অস্বীকার করে যে শাস্তি ভোগ করতে চলেছে তা প্রকারান্তরে ঘৃণা ও উপেক্ষার মাধ্যমে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার কারণেই ফস্টাস সজ্ঞানে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, পরিণতির কথা জেনেও শাস্তি ভোগ করেছে, অর্থাৎ নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রমাণ করেছে ঈশ্বরকে; —সত্য শিব ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাঁকে পূর্ণ মহিমায় ও মর্যাদায়।

এই প্রতিষ্ঠাকরণের প্রতিপাদ্যে তাহলে কি মার্লোর ফস্টাসকে Saint বলা যায়? হয়তো বা সম্ভব, যদিও প্রচলিত ধর্মচিন্তায় তা অগ্রাহ্য। ঈশ্বরের পথে প্রাণদান করে যীশু Prophet হয়েছেন, পরবর্তীকালে তাঁর অনু-সারীরা সজ্ঞানে আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে পুণ্যতা অর্জন করে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতচিত্তহেতু Saint হয়েছেন, আর, পূর্বেই উল্লেখ করেছি,

ফস্টাসও করেছে ভিন্ন উপায়ে,—একই গন্তব্যস্থল, যাত্রাপথ ভিন্ন। যীশুর অন্যতম প্রিয় অনুসারী পিটারও তো যীশুকে, ঈশ্বরের মানব প্রতিরূপকে অস্বীকার করেছিলেন, পরবর্তীকালে ঈশ্বর ও যীশুর ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, ক্ষমা লাভ করেছিলেন, সেই পিটার যদি Saint এর মর্যাদা অর্জন করে থাকেন, তবে ফস্টাসও সেই গৌরব লাভের অধিকারী। 'ডক্টর ফস্টাস'-এর অনেক অংশে যীশুর ও বাইবেলের প্রসঙ্গ যথেষ্ট গভীর আবেগে উচ্চারিত—মানবত্রাতা যীশু যে যন্ত্রণাকে ধারণ করেছিলেন, ফস্টাসও প্রায় অনুরূপ যন্ত্রণাকেই ধারণ করেছে, পদ্ধতি ভিন্নরূপ যদিও। ক্রুশবিদ্ধ হবার পূর্ব মুহূর্তে যীশু অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন : এলোয় এলোয় লামা সবকতানি (ঈশ্বর, ঈশ্বর, অবশেষে কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে ?)—ফস্টাসের অভিমানও কম আর্তিময় ও তীব্র নয়। বক্তব্য হচ্ছে, সাধারণভাবে Saint-রা যে-পথে ঈশ্বরের জন্য martyr হয়ে থাকেন (Saint Joan তো সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে হয়েছেন), ফস্টাস অসাধারণভাবে অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ পথে martyr হয়েছেন, এবং সে কারণেই Saint হওয়ার অধিকার অর্জন করেছে মার্লোর তথা রেনেসাঁর অন্যতম উজ্জ্বল নাট্যচরিত্র ফস্টাস।

প্রথম দৃশ্য

(পাঠকক্ষে ফস্টাস)

ফস্টাস : অনেক হয়েছে জ্ঞানার্জন হে ফস্টাস,
এখন বরং আপনাকে নিয়োজিত করো
এমনি জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে সক্ষম হবে তুমি
নিজের আয়ত্তে আনতে ভূত ভবিষ্যৎ !

শিল্পকলা, জ্যোতির্বিদ্যা, তর্কবিদ্যা, শব্দতত্ত্ব,
অর্থনীতি, নন্দন, দর্শন,
সমস্তই অধিগত আমার চিন্তায়,
সকল জ্ঞানের ভিত্তি আমাতেই পেয়েছে স্থিরতা ;
অতএব কি হবে অধিক জ্ঞানার্জনে আর মনীষী ফস্টাস ?

তুমি কি সক্ষম হবে কোনোদিন মানুষকে করে দিতে চিরজীবনেষু,
কিংবা মানুষের মৃত আত্মাকে কখনো
পুনরায় জীবনের আলো দিতে ?
পারবো না, আমি পারবো না।
সর্বময় প্রতিভার বিশ্বস্ত আধার,
জ্ঞানের প্রতিভূ বলে সর্বজন-স্বীকৃত ফস্টাস
তার চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানে
পারবে না, কখনোই পারবে না।

অতএব, কি হবে, কি হবে এইসব মিথ্যা জ্ঞানলাভে ?
এইসব শূন্য সম্মানের অহেতু বিলাসে ?

মৃত্যুর অপর পারে কি আছে গোপন
এইসব মানবিক জ্ঞান কখনো পারবে না দিতে
সেই রহস্যের কোনোই সন্ধান।
অতএব বিদায় সমস্ত জ্ঞান, বিদায়।

(সে পাঠ করে)

Stipendium peccati mors est
হা: Stipendium etc.
পাপের শাস্তিই মৃত্যু!—বড়োই নির্মম!
Si peccasse negamus, fallimur,
et nulla est in nobis veritas;
যদি বলি পাপ নেই আমাদের কোনো,
সে হবে চরম প্রতারণা নিজেদেরই প্রতি,
এবং কোনোই সত্য এতে নেইকো নিহিত।
সুতরাং পাপ আমরা করে যাবো, নিশ্চিতই,
মানুষের জীবনের সত্য এই,
এবং নিশ্চিত মৃত্যু অবশেষে, মুক্তি নেই কোনো
চিরমরণের বজ্রমুষ্ঠি হতে।
কোন্ নামে পরিচিত হবে এই মতবাদ-
Che sera, sera,
—যা হবার তাই হবে?
অতএব বিদায় হে ঈশ্বর, বিদায়!

এইসব যাতুকরী অধিবিদ্যা,
প্রেত-আত্মাদের সাথে বন্ধুত্বলাভের বিদ্যা
বরং অনেক বেশি সুমহান;

ভূত ভবিষ্যৎ পেতে আপন আয়ত্তে
হে ফস্টাস করে যাও সাধনা অপার।
নিয়োজিত হবো আমি সেই সাধনায়
জ্ঞান-মহীরুহ আমি ফস্টাস নিমগ্ন হবে সেই সাধনায়।

সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী আর নভোমণ্ডলের সব মার্গে
যতো কিছু বিদ্যমান
তার সমস্তই হবে আমার অধীন,
হবে আমার আদেশে নিয়ন্ত্রিত।
কোনো দিন কোনোই সম্রাট
পারে নাই, পারেনিকো বাতাসের গতি নির্ধারণে,
কিংবা বৃষ্টিধারা এনে দিতে মেঘের শরীরে।
কিন্তু যাদুবিদ্যা, প্রেত-আত্মার সাধনা
অতিক্রম করে যেতে পারে সব মানুষের সংকীর্ণ সীমানা;
একজন পরাক্রমী যাদুকর হতে পারে ঈশ্বর সমান।
অতএব, ফস্টাস, এবার
তারি সাধনায় করো নিরত নিজের মেধা,
হও তবে যাদুর সম্রাট।

(ওয়াগনারের প্রবেশ)

ওয়াগনার, জর্মন ভালডেস আর কর্ণেলিয়াসকে আমার
সাক্ষাৎ ইচ্ছার
সংবাদ জানিয়ে এসো।

ওয়াগনার : যথা আজ্ঞা প্রভু।

(প্রস্থান)

ফস্টাস : তাদের নির্দেশাবলী উপদেশে
নিশ্চিতই হবো উপকৃত।

(সু-দেবী ও কু-দেবীর প্রবেশ)

সু-দেবী : হে ফস্টাস, আচার্য মহান,
মন থেকে দূরীভূত করো এই অসৎ বাসনা।
মায়াবিদ্যা অভিশপ্ত! নিষিদ্ধ এ বিদ্যা!
তোমার নির্মল আত্মা সর্বাংশে দূষিত হবে এতে।
তুমি বিদ্যা-বাচস্পতি, তুমি জানো এ যে মহাপাপ;
স্বেচ্ছায় করো না আহ্বান
স্রষ্টার নিষ্ঠুর অভিশাপ।
সাধনা তোমার নিয়োজিত করো হে জ্ঞান-তাপস,
মহান প্রভুর ধ্যানে এবং পবিত্র গ্রন্থে, যীশুর বাণীতে।
এনো না, এনো না ডেকে নিজের চরম সর্বনাশ।

কু-দেবী : শুনো না ওসব মন্ত্র, ফস্টাস, অবজ্ঞা করো।
জেনে রাখো—জ্ঞানের আধার তুমি, অনুধ্যানে স্থির করো—
সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে তুমি ইন্দ্রজাল জ্ঞানে।
ত্রিভুবন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ধূলিকণা অণুতে অণুতে
প্রতিষ্ঠিত হবে জেনো প্রভুত্ব তোমার।
স্বর্গমর্ত্য পাতালের সমস্ত মণ্ডলী
বশীভূত হবে জেনো তোমার ইচ্ছায়।

(তাদের প্রস্থান)

ফস্টাস : কী যে আনন্দময় তৃপ্তি কুহকের মোহিনী শক্তিতে।
সক্ষম এ আমি প্রেতকুল আনয়নে যদি
করে নেবো নিরসন জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল সংশয়,
যথা ইচ্ছা অভিলাষ পূর্ণ করে নেবো আমি কল্যাণে তদের।
আমার আজ্ঞায় তারা বাধ্য হবে যেতে

ভারতভূমিতে স্বর্ণ সংগ্রহের হেতু ;
প্রাচ্যের সমুদ্রতলে তন্ন তন্ন করে আনবে মণিমুক্তা যতো,
নব আবিষ্কৃত পৃথিবীর সমস্ত গোপন স্থান হতে
আনবে যতো সুমিষ্ট ফলের রাশি, স্বাদুময় ভোজন সম্ভার।

আজ্ঞাবাহী তারা—প্রাঞ্জল বোধনে
বোঝাবে আমাকে জটিল দর্শন তত্ত্ব।

তাম্রপ্রাচীরের ঘেরা দেবো আমি প্রেতকুল দ্বারা জার্মানীর
চতুর্দিকে,

রাইনের স্রোতে ধারা প্রবাহিত হবে
প্রিয় উয়িটেনবার্গের[১] চারিপাশে ;

স্বদেশের যতো বিদ্যার্থীরে সুসজ্জিত করে দেবো রূপালী রেশমে ;
তাদেরি বিজয়কৃত মুদ্রা দ্বারা তৃপ্ত করবো সমরবাহিনী,
বিপর্যয়ে তাড়িত বিজিত হয়ে পার্মার[২] সম্রাট ছেড়ে যাবে
আমার স্বদেশ ;

এবং নির্বিঘ্নে হবো রাজ্যসমূহের একচ্ছত্র অধিপতি আমি ;
প্রেতকুল দ্বারা আমি করাবো নির্মাণ
অদ্ভুত অচিন্ত্যনীয় সমরাস্ত্র এক আক্রমণ হেতু,
যা কিনা শক্তিতে হবে অটল অপরাজেয়।

এমন কি এ্যানটোয়ার্পেন[৩] সেতু-অঞ্চলে
গোপনীয় মরণ-অস্ত্রের চেয়েও অধিক।

১. পূর্ব জার্মানীর একটি শহর এলবে নদীর তীরে অবস্থিত। ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে এখানেই প্রোটেস্টাণ্ট সংস্কার প্রথম শুরু হয়।
২. উত্তর-মধ্য ইটালির একটি প্রদেশ।
৩. উত্তর বেলজিয়ামের একটি প্রদেশ।

(ভালডেস ও কর্ণেলিয়াসের প্রবেশ)

আসুন জর্মন ভালডেস, আসুন কর্ণেলিয়াস। আপনাদের বিপুল জ্ঞানের আশীর্বাদে কৃতার্থ করুন আমাকে। অবশেষে আপনাদের জ্ঞানগর্ভ যুক্তিতে আমি পরাভূত হয়েছি এবং তাই যাদু আর প্রেতবিদ্যায় নিজেকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। জ্ঞান, মনীষা—এইসব মুগ্ধ শব্দগুলির অর্থ-হীনতা, অসারতা আমি এতোদিনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। দর্শন—জঘন্য আর দুষ্পাঠ্য। আইন আর পদার্থ-বিদ্যা—সাধারণ মস্তিষ্কেরই উপযোগী। ধর্মতত্ত্ব—নিকৃষ্টতম বিদ্যা, নিরানন্দময়, ঘৃণা, অপ্রয়োজনীয়। কেবল যাদু আর যাদুকরী বিদ্যার স্পৃহাই আমাকে উন্মত্ত করেছে, আমাকে প্রবল তাড়নায় মথিত করে ফিরছে। অতএব, ভালডেস, মোহিনী বিদ্যার মহান আচার্য, আর যাদু-সম্রাট কর্ণেলিয়াস, সুবন্ধু আমার—সাহায্য করুন আমাকে, মহতী কুহক বিদ্যায় আমাকে শিক্ষাদান করুন; এই বিশেষ দুরূহ বিষয়ে শক্তিমান হতে আপনাদের অকৃপণ জ্ঞানধারা আমাকে প্রদান করুন।

ভালডেস: মহান ফস্টাস, আপনার অগাধ জ্ঞান, এইসব গ্রন্থরাজি এবং আমাদের অভিজ্ঞতা পৃথিবীর সমস্ত মানব সন্তানের কাছে আপনাকে অপার মাহাত্ম্যে মহীয়ান করে তুলবে, আপনার মায়াবিদ্যা, যাদুজ্ঞান নরকের সমগ্র প্রেতকুলকে আপনার আজ্ঞাবাহী করে তুলবে; পশুরাজ সিংহের ন্যায় আপনাকে রক্ষা করবে সর্বদা; আপনার প্রতিটি নির্দেশ মুহূর্ত মধ্যে তারা পালন করবে; একান্ত অনুগতা রক্ষিতার মতো পৃথিবীর প্রেম-সম্রাজ্ঞীর চেয়েও অধিক তাদের অমর্ত্য সৌন্দর্য দিয়ে তারা আপনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। অনুধাবন করে দেখুন ডক্টর ফস্টাস, এমন শক্তিশালী বিদ্যা আপনি সত্যই অধিগত করতে প্রতিজ্ঞ কি না।

ফস্টাস : আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভালডেস। এবং সে হেতুই আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনি সম্মত হোন।

কর্ণেয়িাস : জ্ঞানীপ্রবর ফস্টাস, মোহিনী কুহক বিদ্যা আপনাকে অন্য কোন বিষয়ে আর কখনো প্রলুব্ধ করবে না। জ্যোতির্বিদ্যায় আপনি সর্বপারদর্শী, তার সমস্ত মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন ঐন্দ্রজালিকতায়, যার সব কিছুই আপনার অধিগত। অতএব সন্দেহ নিরসন করুন ডক্টর ফস্টাস, যাদুবিদ্যায় ভূত ভবিষ্যৎ অবলোকনে আপনার খ্যাতি ডেলফির[৪] দৈববাণীর ক্ষমতাকেও অতিক্রম করে যাবে। নরকের প্রেতকুল আমাকে অবগত করেছে যে, তারা দিগন্তপ্লাবিত সমুদ্রকেও বিপুল মরুভূমি করে দিতে পারে, ভূমণ্ডলের সকল গোপন স্থান থেকে ধনসম্পদ কেবল আমাদের জন্যেই স্তূপীকৃত করে দিতে পারে। এখন আপনিই বলুন মহান ফস্টাস, আমাদের তিনজনের সম্মিলিত শক্তির কাছে আর কিছুর কি প্রয়োজন আছে?

ফস্টাস : নিশ্চয়ই নয়, জ্ঞানী কর্ণেলিয়াস। আঃ, আপনার এই বক্তব্য আমাকে যে কি আনন্দচিত্ত করে তুলেছে! আসুন, আপনাদের ইন্দ্রজাল বিদ্যার কিঞ্চিৎ সম্মোহ প্রদর্শন করে আনন্দমত্ত করে তুলুন আমাকে।

ভালডেস : তাহলে চলুন কোনো নির্জন স্থানে, আপনার শান্তচ্ছায়াময় কাননে। সেখানেই আমরা আলোচনায় মগ্ন হবো, সাঙ্গ করবো আমাদের উপদেশাবলী, তার যাত্রা শুরু হবে আপনার গোপনতম, দুরূহতম ইন্দ্রজালবিদ্যার অসীমতায়।

কর্ণেলিয়াস : ভালডেস, মহান ফস্টাসকে যাদুবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

৪. গ্রীসের একটি প্রাচীন নগরী। এখানে অবস্থিত মন্দির গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর দৈববাণীর জন্য বিখ্যাত।

অবহিত করতে হবে প্রথমে, অতঃপর অন্যান্য অনুষ্ঠান। তখন আচার্য ফস্টাস নিজেই মায়া বিদ্যার সমস্ত বিষয় আয়ত্তে আনতে পারবেন।

ভালডেস : মনীষী ফস্টাস, আমি আপনাকে প্রাথমিক এবং মূল সূত্রসমূহ জ্ঞাত করাবো। এবং আমার বিশ্বাস, তা'তেই আপনি কুহকবিদ্যা এবং প্রেতজ্ঞানে আমার চেয়েও অধিক পারদর্শী হয়ে উঠবেন।

ফস্টাস : তাহলে আসুন, আমরা নৈশভোজ সম্পন্ন করি, তারপর আলোচনা আর সাধনায় নিয়োজিত হবো। এবং আজ নিশীথেই আমি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র উচ্চারণে প্রবৃত্ত হবে। আসুন।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বাগান। মন্ত্র পাঠ হেতু ফস্টাসের প্রবেশ)

ফস্টাস : ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ, ওরিয়ন[৫] দানবের হিংস্র দৃষ্টি যেন
বরণে প্রতীক্ষা রত। সমস্ত পৃথিবী
বজ্রবিদ্যুতের শব্দে ভয়ার্ত আকুল।

ফস্টাস, নিমগ্ন হও মন্ত্রপাঠে, নিরত প্রয়াসে
কৃতকার্য হও তুমি ; প্রার্থনা এবং

৫. গ্রীক ও রোমান পুরাণ মতে ওরিয়ন একজন দানব ও দক্ষ শিকারী। সে এ্যাটলাস ও প্লিয়োনে-র সাত কন্যাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাড়া করলে জিউস দেবতা তাদের নক্ষত্রপুঞ্জে পরিণত করে রক্ষা করেন এবং দেবী ডায়ানা ওরিয়নকে হত্যা করে।

উৎসর্গের সুস্থির প্রত্যয়ে
যেন ওই নারকী প্রেতেরা যতো তোমার নির্দেশে
হয় ক্রীতদাস, হয় তোমারি ইচ্ছার বলি !
জেহোভার[৬] নাম সমন্বিত এই বিশাল বৃত্তের
পবিত্র শব্দের আর বাক্যের গ্রন্থন করো খণ্ডবিখণ্ডিত।
শ্রদ্ধার প্রতীক সব সাধুসন্তদের নাম বিকৃত করণে
তুচ্ছ করো। তোমার বিশ্বাস-দৃঢ় মন্ত্র উচ্চারণে
লক্ষ্যচ্যুত তারকামণ্ডলী আর গ্রহরাজি যতো
উদ্বুদ্ধ করাবে ওই নারকীয় প্রেতদের
দাঁড়াতে তোমার পাশে।
অতএব ভীত তুমি হয়ো না ফস্টাস,

স্থির হও নিরলস মনঃসমীক্ষণে,

চরম কুহকী শ্লোক উচ্চারণে বিদ্ধ করো সমগ্র সৃষ্টিকে।
এ্যাকেরন[৭]—যন্ত্রণাক্ত স্রোতস্বীর দেবতা সকল সুপ্রসন্ন হও।
জেহোভার বিপক্ষীয় দানবেরা যতো আমাতে আশ্রয় নাও !
স্বাগত হে অগ্নি, বায়ু আর সলিলের পাপী প্রেতগণ !
পূর্বমণ্ডলীর রাজপুত্র, কুহকী বিদ্যার অধীশ্বর হে বেলজেবাব.[৮]

---

৬. ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এ ঈশ্বর। ইহুদী ধর্মগ্রন্থে চারটি অক্ষর—JHVH JHWH, YHVH ও YHWH—ঈশ্বরের নামের প্রতিনিধিত্ব করে। জেহোভা এই চারটি অক্ষরের সম্মিলিত রূপ।

৭. গ্রীক ও রোমান পুরাণ মতে শোক দুঃখ বিষাদের নদী। নরককে ঘিরে রাখা পাঁচটি নদীর একটি। নিউ টেস্টামেণ্ট-এ মৃতদের বাসস্থান।

৮. পশ্চিমী ধারণায় প্রাচ্যভূমি যাদুবিদ্যার পীঠস্থান, বেলজেবাব তারি অধীশ্বর ; জ্বলন্ত নরকের অধিকর্তা রূপেও বিশেষিত।

আর তুমি ডেমোগরগণ,[১০] তোমরা প্রসন্ন হও এ আমার অনু-
রোধে, যেন মেফিস্টোফিলিস হয় এখনি উত্থিত, ঘটে আগমন
তার।
এতো দেরী কেন?
জেহোভা, গেহেনা আর এই পূত জল,
যা কিনা এখন আমি সিঞ্চনে নিরত,
এ সবের পবিত্র শপথে, এবং ক্রুশের চিহ্ন এঁকে
ব্যগ্র প্রার্থনায় উচ্চারি মিনতি—
এই মুহূর্তেই সম্মুখে আমার
আবির্ভূত হোক ওই মেফিস্টোফিলিস।

(মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ)

এ কী বীভৎস আনন তোমার মেফিস্টোফিলিস? আমি তোমাকে আদেশ করছি অবিলম্বে তোমার আকৃতি পরিবর্তন করে এখানে প্রত্যাবর্তন কর। যাও, ফিরে এসো ধর্মযাজকের বেশে, ওই পবিত্র পরিচ্ছদেই শয়তান উপযুক্ত গণ্য হবে।

(মেফিস্টোফিলিসের প্রস্থান)

নিশ্চিতই হয়েছি ক্ষমতাবান আমি
ইন্দ্রজাল মন্ত্র উচ্চারণে।
কে না চায় কুহকী বিদ্যায় পারদর্শী হতে?
কী যে নম্র ওই মেফিস্টোফিলিস—

৯. গ্রীক পুরাণ মতে সথেনো, মেদুসা ও ইউরায়েল, এই তিন বোনের একজন, যার মাথায় চুলের পরিবর্তে সর্পকুল শোভা পেতো, যার প্রতি কারো দৃষ্টি পড়লে সে ভয়ে আতঙ্কে পাথর হয়ে যেতো। এখানে সর্পকুল নিয়ন্তা অর্থে (সাপই আদম ইভকে আপেল ভক্ষণে প্ররোচিত করেছিলো)।

১০. বাইবেলে বর্ণিত জেরুজালেমের নিকটবর্তী হিনম উপত্যকা, যেখানে সর্বপ্রকার জঞ্জাল ফেলা হতো, এবং বাতাস কলুষমুক্ত রাখার জন্য সর্বদাই আগুন জ্বালিয়ে রাখা হতো। এখানে নরক অর্থে।

আনুগত্যে সুবিনীত দাস !

যাদুর এমনি শক্তি, মন্ত্রের এমনি আকর্ষণ !

মেফিস্টোফিলিস—পরাক্রমী পাতকীরে দিতে পারি যথেচ্ছ নির্দেশ।

ফস্টাস, এখন তুমি অতীন্দ্রিয় জগতের অধীশ্বর,

যাদুর সম্রাট !

(ধর্মযাজকের বেশে মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ)

মেফি : ফস্টাস, কি আমার করণীয় এখন ?

ফস্টাস : আমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তোমাকে অনুগত অনুচর রূপে আমার সেবা করতে হবে। আমার সর্ববিধ নির্দেশ—তা' সে সুদূর অন্তরীক্ষ থেকে চন্দ্রকে ভূতলে অবনমিত করা, কি এই বিশাল বসুমতীকে সমুদ্রোচ্ছ্বাসে নিমজ্জিত করা—সমস্তই তোমাকে নির্দ্বিধায় পালন করতে হবে।

মেফি : নরকাধিপতি লুসিফারের[১১] আমি অনুচর ফস্টাস। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমি তোমার অনুগত হতে অক্ষম। তাঁর যে-কোনো আদেশ পালনে আমি বাধ্য।

ফস্টাস : লুসিফারের নির্দেশেই কি তুমি এখানে আগমন করনি ?

মেফি : না। আপন ইচ্ছায়।

ফস্টাস : আমার মন্ত্র উচ্চারণই কি তোমাকে এখানে আবির্ভূত হতে উদ্বুদ্ধ করেনি ?

মেফি : আংশিক সত্য তোমার ধারণা ফস্টাস। তবে মূল কারণ, অনুকূল সময়ের সন্ধানেই আমার আগমন। যখনই আমরা শ্রবণ করি কোনো মানব কণ্ঠ ঈশ্বরের অপ্রস্তুতি বর্ণনায় নিরত, তথাকথিত পবিত্র শ্লোক-পংক্তি আর ত্রাণকর্তা যীশুর মাহাত্ম্যে

---

১১. শয়তান ও প্রেতকুলের প্রধান। কোরআনের ইবলিসের সঙ্গে তুলনীয়।

নিন্দামুখর, তখনি আমরা আশা-উচ্ছল হই; আমাদের আগমন ঘটে তার নিরর্থক মানবাত্মাকে অধিকার করার ব্যগ্রতায়। চির অভিশপ্ততার ভীতিকে তুচ্ছ করে যে নশ্বর প্রাণ সানুনয় আহ্বান জানায় আমাদের, আমরা সাড়া দিই তার আকুলতায়। অতএব ফস্টাস, নরকাত্মাদের দাসত্ব লাভ করার সহজতম পন্থাই হচ্ছে স্বর্গ, ঈশ্বর আর ত্রাণকর্তা যীশুকে অবজ্ঞা করা, উপেক্ষা করা, অশ্লীলতম শব্দাবলীর দ্বারা হেয় করা; এবং নরক সম্রাটলুসিফারের কাছে আত্মসমর্পণেরজন্যে প্রার্থনা করা।

ফস্টাস : ফস্টাস তা পূর্বেই করেছে। এবং এ বিশ্বাসেই সুস্থির হয়েছে যে নরকপ্রধান লুসিফার ব্যতীত আর কোনো মাননীয় প্রভু নেই। তাঁরি চরণোপান্তে ফস্টাস আত্মনিবেদিত। অভিশপ্ত, অভিসম্পাত—এইসব শূন্যগর্ভ ধ্বনি আর তাকে ভীত করে না, কেননা এলিসিয়াম[১২] স্বর্গ ধামে আর নিকৃষ্টতম নরকের কোনো পার্থক্যই নেই ফস্টাসের দৃষ্টিতে। নরকের বিশ্রাম-সুখি স্মরণীয় অবিশ্বাসী মনীষীদের সঙ্গে মিলনা-কাঙ্ক্ষায় আত্মা আমার উদগ্রীব। ক্ষান্ত হোক এসব বক্তব্যের। বরং ব্যক্ত করো তোমার প্রভু লুসিফারের পরিচয়।

মেফি : সমগ্র নারকী আত্মার প্রধান পরিনিয়ন্তা তিনি।

ফস্টার : লুসিফার কি একদা দেবদূত ছিলেন না?

মেফি : হ্যাঁ ফস্টাস। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রিয়তম দেবদূত।

ফস্টাস : তাহলে কিরূপে তিনি প্রেতকুল-প্রধান হলেন?

মেফি : ক্ষমতালিপ্সা, গর্বিত আকাঙ্ক্ষা আর স্রষ্টার প্রতি অবজ্ঞা। আর তাই ঈশ্বর তাঁকে বিতাড়িত করেছেন স্বর্গাশ্রয় থেকে।

ফস্টাস : তোমার কি পরিচিতি যে তুমি লুসিফারের সঙ্গে বাস করছো?

১২. গ্রীক পুরাণ মতে আশীর্বাদপ্রাপ্ত মৃতদের বাসভূমি—স্বর্গ।

মেফি : আমার পরিচিতি ? লুসিফারের সঙ্গে একজন পাতকী আত্মা। লুসিফারের প্ররোচনায় আমিও মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলাম। এবং তাঁর সঙ্গেই চিরতরে অভিশপ্ত হয়েছি।

ফস্টাস : কোথায় সে অভিশপ্ত স্থান ?

মেফি : অনন্ত নরকে।

ফস্টাস : তাহলে যে নরকের বাইরে তোমার আগমন ?

মেফি : না ফস্টাস। নরকের অভ্যন্তরেই আমি রয়েছি। অনুধাবন করে দেখো, যে-আমি একদা মহান জগদীশ্বরের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছি, স্বর্গের আশ্রয়ে পেয়েছি অনাবিল আনন্দ আর অবিমিশ্র সুখাস্বাদ, সেইসব অনন্ত বৈভব থেকে বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণাই কি সহস্র নরকের চেয়ে বেশী নয় ফস্টাস ? ওহ্ ফস্টাস, ক্ষান্তি দাও এসব কথার। কি হবে অতীত রোমন্থনে, যা কিনা পতিত আত্মাকে আমার শুধু দগ্ধীভূত করে ?

ফস্টাস : স্বর্গের আনন্দ থেকে বঞ্চিত বলে শক্তিমান মেফিস্টো-ফিলিস কেন এতো আবেগপ্রবণ ? এই ফস্টাসের অটল সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, এবং অবজ্ঞা করো ওইসব তুচ্ছ আনন্দ সম্ভার যার আস্বাদ থেকে তুমি চিরতরে বঞ্চিত। যাও, মহান লুসিফারকে এই মর্মে সংবাদ প্রদান করো : ঈশ্বর এবং তাঁর দেবতাদের প্রতি চরম অবিশ্বাস স্থাপন করে ফস্টাস অনন্ত যন্ত্রণায় ধনী হতে ইচ্ছুক। তাঁকে বলো, লুসিফারের কাছে ফস্টাস তার আত্মা সমর্পণ করবে। বিনিময়ে লুসিফার আমাকে দান করবে সর্বইন্দ্রিয়ের পূর্ণসুখে জীবনকে উপভোগ আর তৃপ্ত করার চব্বিশটি বৎসর, আমার সকল সেবায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকবে তুমি মেফিস্টোফিলিস, আমার সকল প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদানে থাকবে তুমি বাধ্য,

আমার যথেচ্ছ দাবী পূরণে তুমি হবে উৎসর্গিত প্রাণ,
প্রয়োজনবোধে আমার শত্রুদের হত্যা করবে, সাহায্য করবে
আমার বন্ধুদের, সর্বসময়ের জন্যে তোমাকে আমার একান্ত
অনুগত দাসরূপে নিয়োজিত রাখবেন লুসিফার। যাও, প্রত্যা-
বর্তন করো অজেয় লুসিফারের কাছে। অতঃপর আমাকে
সাক্ষাৎ দেবে আজ মধ্যযামে, আমার পাঠ কক্ষে, অবহিত
করবে তোমার প্রভুর সিদ্ধান্ত আর অভিলাষ।

মেফি : তাই হবে ফস্টাস।

(প্রস্থান)

ফস্টাস : আকাশে বিরাজমান যতো তারা রাজি
সেই সংখ্যা আত্মা যদি থাকতো আমার শরীরে
তাহলে, তাহলে আমি তার সবগুলি মেফিস্টোফিলিসে
দান করে হতাম কৃতার্থ, ধন্য। কেননা সাহায্যে তারি
আমি হবো পৃথিবীর সর্বশক্তিধর একক সম্রাট।

সমুদ্রকে পদতলে রাখবো সেতু করাবো নির্মাণ,
বায়ুস্তরে অদৃশ্য বিশাল সেতু।
যে পর্বতমালা স্পেন আর আফ্রিকার উপকূলে
এনেছে বিভক্তি তারে করাবো নির্মূল।
হবে এক সীমা-গ্রন্থিত, আমার রাজ্য আর মুকুটের নামে
মেনে নেবে সকল বশ্যতা। আমাকে অমান্য করে সম্রাট রাজন
কেউ পারবে না জীবন ধারণে, এমন কি জার্মানীর নৃপতিও নয়।

বাসনা যা ছিলো—ইন্দ্রজাল বিদ্যা আজ পূর্ণ আয়ত্তে আমার!
মধ্যযামে ফিরে আসবে মেফিস্টোফিলিস,
সেই ক্ষণকাল আমি বরং নিরত হই যাদু অধ্যয়নে।

তৃতীয় দৃশ্য

(পাঠকক্ষে ফস্টাস)

ফস্টাস : অতএব ফস্ট স এখন
অনিবার্য অভিশাপ তোমার ললাটে, মুক্তি সাধ্যাতীত,
আপনাকে কোনোই বিধানে তুমি অক্ষম রক্ষিতে।
প্রয়োজন কিসের তাহলে
মহাপ্রভু কি স্বর্গের ধ্যানে ?
অহেতুক এই চিন্তা, বৃথা দুঃখবোধ।
অনাস্থা ঈশ্বরে অবশ্যই, এবং বিশ্বাস
বেলজেবাবের পরাক্রমে—এই হোক মূলমন্ত্র তবে ফস্টাসের।
এখন সম্ভব নয় ফিরে যাওয়া এ সিদ্ধান্ত থেকে ;
না, ফস্টাস, দৃঢ় মনোবলে হও অটল পর্বত।

এ কিসের দ্বিধা তবু ? কি এক অস্ফুট ধ্বনি শ্রবণে রণিত ?
—"ক্ষান্ত দাও ডাকিনী কুহক বিদ্যা হে ফস্টাস,
ঈশ্বরে বিশ্বাস আনো পুনর্বার।"
ফস্টাস ফেরাবে মুখ ঈশ্বরের কৃপা লাভ হেতু।

ঈশ্বরের কৃপা ? নেই কো তোমার প্রতি ভালোবাসা তার।
যে ঈশ্বরে আমি নিবেদিত
সে আমার আত্মপ্রেম, নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা, তার
স্বরূপে নিহিত আছে লুসিফার।

গীর্জা আর বেদী আমি করাবো নির্মাণ
তার উৎসর্গে, এবং উল্লাসে,
করাবো নিষিক্ত তারে নবজাত শিশুর শোণিতে।

(সু-দেবী ও কু-দেবীর প্রবেশ)

সু-দেবী : মহান ফস্টাস, পরিত্যাগ করো এই অভিশপ্ত
ইন্দ্রজাল বিদ্যার বাসনা।

ফস্টাস : পাপবোধে মর্মপীড়া, প্রার্থনা এবং অনুতাপ—
এ সবের কিবা ফলশ্রুতি ?

সু-দেবী : স্বর্গ আর ঈশ্বরের সন্নিধান লাভের মাদুলী।

কু দেবী : ও সব নিতান্ত মিথ্যা, উন্মাদ বিকৃত মস্তিষ্কের অনর্থ
প্রলাপ।
যীশু কিংবা ঈশ্বরে বিশ্বাসী যতো ক্ষিতি-আত্মা
প্রতারিত হয় তারা শুধু।

সু-দেবী : আচার্য ফস্টাস, জ্ঞানী তুমি, মগ্ন হও
মহান স্রষ্টার আর স্বর্গের বোধনে।

কু-দেবী : না ফস্টাস। তার চেয়ে মূল্যবান
খ্যাতি অজস্র সম্পদ আর ঐশ্বর্যের লীলা।

(তাদের প্রস্থান)

ফস্টাস : ঐশ্বর্য সম্পদ।
এম্বডেনের[১৩] সমস্ত বৈভব হবে একাকী আমার
যখন শাসনভার কেড়ে নেবো আমি
এবং দাঁড়াবে পাশে অনুগত মেফিস্টোফিলিস।
কি ক্ষতি সাধন করবে ঈশ্বর, ফস্টাস !
নিরাপত্তা নির্দিষ্ট তোমার।
আর তবে ফেলো না সংশীয় ছায়া মনে, হও সুনিশ্চিত।
এসো মেফিস্টোফিলিস, নিয়ে এসো শুভ বার্তা
সুমহান লুসিফার হতে।
এখন তো মধ্যযাম।—এসো মেফিস্টোফিলিস, এসো।

(মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ)

১৩. পশ্চিম জার্মানীর একটি ঐশ্বর্যশালী বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর নগরী।

স্বাগত মেফিস্টোফিলিস। বলো তোমার প্রভু কি নির্দেশ দান করেছেন?

মেফি: ফস্টাসের আয়ুষ্কালে আমি তার সেবায় নিয়োজিত থাকবো। এই আনুগত্যের বিনিময়ে ফস্টাসকে তার আত্মা প্রদান করতে হবে।

ফস্টাস: ইতিমধ্যেই ফস্টাস তোমার জন্যে সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে?

মেফি: কিন্তু ফস্টাস, শ্রদ্ধাপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তোমাকে এই সম্প্রদান সম্পন্ন করতে হবে। এই দানপত্র রচনা করতে হবে তোমার আপন রক্তধারায়। মহান লুসিফার সেই নিশ্চিতিই কামনা করেন। যদি তুমি অস্বীকার কর, আমি নরকে প্রত্যাবর্তন করবো।

ফস্টাস: তিষ্ঠ মেফিস্টোফিলিস। বলো, আমার আত্মায় তোমার প্রভুর কি প্রয়োজন?

মেফি: তাঁর সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ।

ফস্টাস: এই হেতুই কি তিনি আমাদের প্রলুব্ধ করেন?

মেফি: সান্ত্বনা লাভের জন্যে হতভাগ্যরা সর্বদাই সঙ্গী পেতে ভালবাসে।

ফস্টাস: যা কিছু মানুষের যন্ত্রণার কারণ তা কি তোমাদেরও বিদ্যমান?

মেফি: আমাদের যন্ত্রণাবোধ মানুষের চেয়ে কম নয়। থাক এসব আলোচনা। এখন বলো ফস্টাস, তুমি কি আমাকে তোমার আত্মা প্রদান করতে আগ্রহী? যদি কর, আমি হবো তোমার চির অনুগত দাস, তোমার আশাতীত ধারণার চেয়েও অধিক প্রাপ্তি হবে তোমার।

ফস্টাস: প্রিয় মেফিস্টোফিলিস, আমার আত্মা দান করলাম তোমাকে।

মেফি: তাহলে ফস্টাস, শংকাহীন চিত্তে বাহুতে ছুরিকাঘাত করো, আর রক্তের অক্ষরে বেঁধে দাও তোমার আত্মা সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞা। কোনো এক বিশেষ লগ্নে মহাশক্তিমান লুসিফার

এই আত্মাকে তাঁর নিজের বলে দাবী করবেন এবং গ্রহণ করবেন। এই প্রতিজ্ঞা লুসিফারের ন্যায় তোমাকেও করে দেবে মহাপরাক্রমী।

ফস্টাস : (বাহুতে ছুরিকাঘাত করে) বন্ধু মেফিস্টোফিলিস, অবলোকন কর, তোমার সম্প্রীতির জন্যে আমার বাহু ছেদন করছি। এবং মহান লুসিফার, অনন্ত নিরবচ্ছিন্নঅন্ধকারের সর্বময় পরি-নিয়ন্তা লুসিফারের প্রতি আনুগত্য স্বরূপ এই রক্তধারায় সিক্ত আমার আত্মা তাঁকে সম্প্রদান করছি। অবলোকন কর, কী ধীর গতিতে রক্তবিন্দু নির্গত হচ্ছে, যেন আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের শুভ লক্ষণে প্রাণময়।

মেফি : কিন্তু ফস্টাস, আত্মা সম্প্রদানের বিষয়টি তোমাকে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে হবে।

ফস্টাস : অবশ্যই করবো। (লেখে) কিন্তু মেফিস্টোফিলিস, দেখো, রক্ত আমার আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমি যে লিখতে অক্ষম।

মেফি : নিরাশ হয়ো না ফস্টাস, জমাট রক্তকে তরল করার জন্যে আমি এখনি জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসছি।

(প্রস্থান)

ফস্টাস : অশুভ লক্ষণে কি চিহ্নিত এই রক্তধারা বন্ধ হয়ে যাওয়া ?
চুক্তিপত্র লেখনে কি অনিচ্ছুক অন্তর্গত শোণিত আমার ?
কেন আর প্রবাহিত নয়, যেন আমি লিখি পুনরায় ?
"ফস্টাস প্রদান করছে তাঁকে আত্মা তার"—এ মাত্র লিখেই, হায়,
শোণিত প্রবাহে এলো নির্মম স্তব্ধতা।
কেন, কেন আমি হইনি সক্ষম ? তবে কি আমার আত্মা
নিয়ন্ত্রণাধীন নয়কো আমার ?
পুনরায় প্রয়াস তাহলে—
"ফস্টাস প্রদান করছে তাঁকে আত্মা তার"......

(জলন্ত অঙ্গার সহ মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ)

মেফি : এই যে অঙ্গার ফস্টাস, গ্রহণ করো, প্রয়োগ করো বিশুষ্ক রক্তে।

ফস্টাস : আবার রক্ত নির্গত হচ্ছে নির্বাধে। আমাকে সত্বর এ-প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা সম্পন্ন করতে হবে। (লিখতে থাকে)

মেফি : (জনান্তিকে) ওহ্, ফস্টাসের আত্মাকে আমাদের অধিকারে পেতে আমি কি না করতে পারি !

ফস্টাস : সুসম্পন্ন হয়েছে রচনা,
ফস্টাস করেছে দান আত্মা তার প্রিয় লুসিফারে।
কিন্তু এ কি অক্ষরের সমাবেশ বাহুতে আমার ?
—"হে মানুষ, পলাতক হও"—কোথায় পালাবো আমি ?
ঈশ্বরের কাছে ? অবশ্যই তবে
নিক্ষেপিত হবো আমি নরক গহ্বরে।
না, না, এ কেবল দৃষ্টিভ্রম প্রতারিত চেতনা আমার।
কোনোই বাক্যের ছাপ নেইকো বাহুতে।
পলাতক হতে পারে মনুষ্যেরা—কিন্তু নয় ফস্টাস কখনো।

মেফি : (জনান্তিকে) ফস্টাসের বিচলিত হৃদয়কে আমার এখন আনন্দ-পূর্ণ করে তোলা উচিত।

(প্রস্থান)

[মুহূর্ত মধ্যেই সে ফিরে আসে কতিপয় প্রেতাত্মা সঙ্গে নিয়ে। তারা ফস্টাসকে শিরোভূষণ, মালা, মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত করে নৃত্য পরিবেশন করে। অবশেষে প্রস্থান করে।]

ফস্টাস : এই অনুষ্ঠানাদির উদ্দেশ্য কি মেফিস্টোফিলিস !

মেফি : তোমার চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করা। এবং ইন্দ্রজাল কি যে সাধন করতে পারে তোমাকে তা প্রদর্শন করা।

ফস্টাস : আমি কি আমার ইচ্ছানুযায়ী প্রেতকুলকে আনয়ন করতে সক্ষম হবো ?

মেফি : ফস্টাস, তুমি তার চেয়েও অনেক বেশী কঠিন কাজ করতে পারবে।

ফস্টাস : ধন্যবাদ মেফিস্টোফিলিস। গ্রহণ করো আমার কায়া আর আত্মা নিবেদনের প্রতিজ্ঞাপত্র। তবে তোমাকে আমার সর্বময় দাসত্ব বরণ করার শর্তটি স্মরণে রাখতে হবে।

মেফি : আমি মেফিস্টোফিলিস, নরক এবং লুসিফারের নামে শপথ করছি ফস্টাস, তোমার অনুগত দাসরূপে আমার কর্তব্য আন্তরিকভাবে আমি সম্পাদন করবো।

ফস্টাস : আমার প্রতিজ্ঞাপত্রটি তাহলে পাঠ করছি। (পড়ে) প্রথম, ফস্টাস কায়া এবং সত্তায় একজন বিদেহী আত্মায় রূপন্তারিত হইবে। দ্বিতীয়, মেফিস্টোফিলিস তার অনুচর হইবে এবং তার যাবতীয় নির্দেশ যথাযথ পালন করিবে। তৃতীয়, ফস্টাস যখনি যাহা কিছুর কামনা ও আকাঙ্ক্ষা করিবে মেফিস্টোফিলিস তাহা পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবে। চতুর্থ, মেফিস্টোফিলিস আমার গৃহে বা পাঠকক্ষে অদৃশ্য হইয়া বিরাজ করিবে। সর্বশেষ, জন ফস্টাস যখনি যে আকৃতিতে বা রূপে তাহাকে আবির্ভূত হইতে আদেশ করিবে তাহাকে সেইভাবেই উপস্থিত হইতে হইবে। উপরে উল্লিখিত শর্ত-সমূহের বিনিময়ে আমি উয়িটেনবার্গের অধিবাসী জন ফস্টাস, ডক্টর, নরক-সম্রাট লুসিফারকে ও তার সহচর মেফিস্টোফিলিসকে আমার দেহ ও আত্মা উভয়ই সমর্পণ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত আরো উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত শর্তাবলীর নির্বিঘ্ন পালন সাপেক্ষে চব্বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর তাহারা জন ফস্টাসের দেহ, আত্মা, অস্থিমজ্জা, রক্তমাংস ও অন্যান্য সমস্ত কিছুই তাঁদের সাম্রাজ্য

বা অন্যত্র লইয়া যাইবার পূর্ণ অধিকার লাভ করিবে। ভবদীয়—
স্বাক্ষর জন ফস্টাস।

মেফি : ফস্টাস, তুমি কি সজ্ঞানে এই প্রতিজ্ঞাপত্র হস্তান্তর করছো ?

ফস্টাস : অবশ্যই। তুমি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে গ্রহণ করো।

মেফি : ধন্যবাদ ফস্টাস। এখন তোমার অভিলাষ প্রকাশ করো।

ফস্টাস : প্রথমেই আমি তোমাকে নরক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করবো। বলো, মানবসন্তানেরা যাকে নরক বলে অভিহিত করে তার অবস্থান কোথায় ?

মেফি : স্বর্গের নীচে।

ফস্টাস : কিন্তু কোথায় তার সঠিক অবস্থান ?

মেফি : বসুধা গর্ভের সকল উপাদানের অভ্যন্তরেই নরক বিদ্যমান, যেখানে আমরা চিরকালীন যন্ত্রণার নিরন্তর শিকার। কোনো সীমা নেই নরকের, নেই কোনো আয়তন। আমরা যেখানে নরকও সেখানে। আর নরক যেখানে সেখানেই আমাদের অধিবাস। যে লগ্নে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং সমগ্র প্রাণময় সৃষ্টিকে আমাদেরই মতো শুদ্ধ করে নিতে পারবো আমরা ; ত্রিভুবনের সমগ্র স্থানই হয়ে উঠবে নরক, স্বর্গ হবে নিশ্চিহ্ন।

ফস্টাস : কিন্তু আমার তো ধারণা, নরক একটা কল্পনাময় রূপকথা মাত্র।

মেফি : তেমন ধারণা করতে বাধা নেই, যতোদিন অভিজ্ঞতা তোমার বিশ্বাসকে পরিবর্তন না করাবে।

ফস্টাস : তাহলে কি তুমি মনে করো, আমি, এই ফস্টাসও অভিশপ্ত হবে ?

মেফি : অবশ্যই তাই ; কেননা এই যে প্রতিজ্ঞাপত্র যার দ্বারা তুমি তোমার আত্মা লুসিফারকে সমর্পণ করেছো।

ফস্টাস : শুধু আত্মাই নয়, আমার দেহটিও মেফিস্টোফিলিস। কিন্তু কি এসে যায় তাতে? তুমি কি মনে করো যে দেহরক্ষার পর কোনো শাস্তি আর যন্ত্রণার কথা চিন্তা করতে এই ফস্টাস ভালোবাসে? হাঃ, অতি তুচ্ছ এসব, অকেজো বুড়িদের উদ্ভট গল্প মাত্র।

মেফি : কিন্তু ফস্টাস, তোমার এই উক্তির বিপরীতে প্রমাণ হিসেবে আমি উপস্থিত, কেননা চিরতরে আমি অভিশপ্ত, এবং নরকেই এখন বাস করছি।

ফস্টাস : তুমি নরকে এখন? এই যদি হয় নরক তাহলে আমি নিশ্চয়ই অভিশপ্ত হতে আগ্রহী। এখানে আমার পদচারণা, তর্ক-বিতর্ক, মানবিক রীতি, ব্যবহার ইত্যাদি, ইত্যাদি সমস্তই বিদ্যমান। সে যাই হোক, এখন একজন জায়ার প্রয়োজন আমার, জার্মানীর সুন্দরী শ্রেষ্ঠা হতে হবে তাকে।

মেফি : জায়া? আমার অনুরোধ ফস্টাস, অনুগ্রহ করে পত্নীর বিষয় উল্লেখ করো না।

ফস্টাস : না মেফিস্টোফিলিস, আমাকে অবশ্যই পেতে হবে। একজন স্ত্রী নিয়ে এসো আমার জন্যে।

মেফি : তোমাকে পেতেই হবে? অপেক্ষা করো তাহলে। শয়তানের আশীর্বাদে একজন স্ত্রী এনে দেবো তোমাকে।

(প্রস্থান)

[সে পুনঃ প্রবেশ করে আতশবাজী নিয়ে। সঙ্গে একজন প্রেতাত্মা, মহিলার সাজপরিহিত।]

ফস্টাস বলো, এই স্ত্রীকে তোমার কেমন পছন্দ?

ফস্টাস : থুঃ বিষ্ঠা ঝরুক ওর দেহে।

মেফি : ওহে ফস্টাস, শোনো। বিবাহ একটা আনুষ্ঠানিক খেলনা মাত্র। যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলে পরিণয় চিন্তাকে আর মনে স্থান দিও না। যে কোনো রমণী তোমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে তাকে তোমার লালসায় বিসর্জন

দিতেই হবে, হোক না কেন সে পেনিলোপীর[১৪] মতো সতী-সাধ্বী, সাবার[১৫] মতো বিদূষী, কিংবা অধঃপতিত হবার পূর্বে লুসিফার যেমন ছিলেন সৌন্দর্যে উজ্জ্বলতম। গ্রহণ করো এই গ্রন্থটি, পাঠ করো পুংখানুপুংখ। (বই প্রদান করে) ধূলিস্তরে এই বৃত্তরেখার অংকন এনে দেবে ঘূর্ণিবাত্যা, তুফান বজ্র আর বিদ্যুৎ; আত্মমগ্নতায় তিনবার এই শ্লোক যদি উচ্চারণ করো অস্ত্রসজ্জিত মহাশক্তিধর সেনাদল তোমার যে-কোনো আদেশ পালন করতে উপস্থিত হবে।

ফস্টাস : ধন্যবাদ মেফিস্টোফিলিস। কিন্তু আরো একটি গ্রন্থ আমার প্রয়োজন যার ভেতরে সর্বপ্রকার প্রেত-শ্লোক আর মন্ত্রজ্ঞান লিপিবদ্ধ রয়েছে। যাতে আমি যে-কোনো বিদেহী আত্মাকে যথেচ্ছভাবে আবির্ভূত করাতে পারি।

মেফি : এ-ই সেই গ্রন্থ। (গ্রন্থের উক্ত অংশ ফস্টাসকে দেখায়)

ফস্টাস : এমন একটি গ্রন্থ আমাকে দাও মেফিস্টোফিলিস যার দ্বারা আমি ত্রিলোকের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের বৈশিষ্ট্য, গতিধারা, অবস্থার পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

মেফি : এই একই গ্রন্থে তুমি তা লাভ করবে। (গ্রন্থের উক্ত অংশ দেখায়।)

ফস্টাস : আর একটি গ্রন্থ আমার প্রয়োজন যার দ্বারা আমি পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ, তরুলতা, বৃক্ষরাজির রহস্য উদঘাটন করতে পারি।

১৪. ওডিসি মহাকাব্যের ওডিসিয়ুসের স্ত্রী। স্বামীর দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি-কালে বহু পাণিপ্রার্থীকে দেহাবরণ তৈরী শেষ না করার অজুহাতে ফিরিয়ে দিয়েছে।

১৫. শেবা—দক্ষিণ-পশ্চিম আরবীয় উপদ্বীপের একটি রাজ্য। সাবা শেবার অপর নাম (আরবী)। এখানে সাবা অর্থে শেবার রাণীর উল্লেখ; তিনি সম্রাট সোলায়মানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জ্ঞানযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

মেফি : তাও রয়েছে এই গ্রন্থে।

ফস্টাস : ওঃ, আমাকে তুমি প্রতারণা করছো।

মেফি : তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি ফস্টাস, আমাকে অবিশ্বাস করো না।

(গ্রন্থের উক্ত অংশ দেখায়। অতঃপর প্রস্থান।)

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

(ফস্টাসের গৃহ)

ফস্টাস : আমি অনুতাপ করি যখনি স্বর্গের চিন্তা আমার মনে উদিত হয়। এবং তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করি পাপাত্মা মেফিস্টোফিলিস। কেননা তুমিই আমাকে স্বর্গীয় আনন্দসমূহ থেকে বঞ্চিত করেছো।

মেফি : ফস্টাস, কেন তুমি স্বর্গকে একটা মহিমাময় স্থান বলে মনে করছো? আমি বলছি, স্বর্গ তোমার, যে কোনো মানুষের এই বাসভূমি পৃথিবীর চেয়ে অর্ধেকও সৌন্দর্যমণ্ডিত নয়।

ফস্টাস : কেমন করে তা প্রমাণ করবে তুমি?

মেফি : স্বর্গ মানুষের জন্যেই নির্মিত, অতএব মানুষ স্বর্গের চেয়ে মহত্তম।

ফস্টাস : মানুষের জন্যেই যদি স্বর্গ নির্মিত হয়ে থাকে তাহলে আমারও স্থান রয়েছে তা'তে! আমি পরিত্যাগ করবো এই কুহকী বিদ্যা, এবং অনুতাপ করবো।

(সু-দেবী ও কু-দেবীর প্রবেশ)

সু-দেবী : হে ফস্টাস অনুতাপ করো,
নিশ্চিতই পাবে তুমি ক্ষমাশীল ঈশ্বরের দয়া।

কু-দেবী : এখন পাতকী আত্মা তুমি,
ঈশ্বর বিমুখ তাই করুণা প্রদানে।

ফস্টাস : কে আমার কানে কানে বলে—এ আমি পাতকী আত্মা ?
হই যদি শয়তানও আমি, তবু ঈশ্বর করুণাময়
করবেন আমারে ক্ষমা স্নাত যদি হই অনুতাপে।

কু-দেবী : হতে পারে। কিন্তু ফস্টাস কখনো
অনুতাপে হবে না জ্বালিত।

(প্রস্থান)

ফস্টাস : এতোই কঠোর হয়ে গেছে আমার অন্তর যে আমি অনুতাপও করতে পারছি না। মুক্তি, বিশ্বাস, স্বর্গ—দুর্লভ এই শব্দগুলি আজ আমি উচ্চারণ করতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কোন্ ভয় জাগানো কণ্ঠ যেন আমার কানে কানে অনুচ্চস্বরে সতর্ক করে বলে: "ফস্টাস, তুমি অভিশপ্ত।" কক্ষে আমার রয়েছে তরবারি, ছুরিকা, গরল, আগ্নেয়াস্ত্র, ফাঁসির রজ্জু, বিষাক্ত কৃপাণ—এ সমস্ত উপাদান দিয়ে আত্মহত্যা করার অভিলাষ হয়। অনেক পূর্বেই করতাম যদি না মোহময়ী আনন্দ সম্ভার আমার সকল হতাশাকে বিদূরিত করতো। আমি কি বাধ্য করছি না অন্ধ হোমারের[১৬] বিদেহী আত্মাকে প্যারিসের[১৭] প্রেম আর ইনোনির[১৮] মৃত্যু নিয়ে রচিত গান গাইতে ? উদ্দাম বীণা মূর্ছনার ছন্দে ছন্দে যে স্থপতি থীবি[১৯] নগরীর

১৬. খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতাব্দীর গ্রীক মহাকবি, ইলিয়াড-ওডিসির রচয়িতা।
১৭. গ্রীক পুরাণে বর্ণিত ট্রোজান যুদ্ধের হোতা। রাজা প্রিয়াম ও রাণী হেকুবার পুত্র, স্পার্টার রাজা মেনিলসের সুন্দরী স্ত্রী হেলেনকে অপহরণ করে, ফলে ট্রোজান যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
১৮. গ্রীক পুরাণ মতে একজন পরী, প্যারিসকে বিয়ে করেছিলো: কিন্তু হেলেনের জন্যে প্যারিস তাকে পরিত্যাগ করে।
১৯. প্রাচীন গ্রীসের একটি অন্যতম প্রধান নগরী। খ্রীঃ পূঃ ৩৩৬ সালে মহাবীর আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সংলাপে 'তাকে'—হোমারকে বোঝানো হয়েছে।

প্রাকার নির্মাণে ক্লান্তি বোধ করেনি, আমি কি তাকে মেফি-স্টোফিলিসের সাহায্যে সেই সংগীত বাদনে বাধ্য করছি না? তাহলে কেন আমি মৃত্যুবরণ করবো, হতাশায় নিমজ্জিত হবো? না। আমি দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান, ফস্টাস আর কখনোই অনুতাপ করবে না। এসো মেফিস্টোফিলিস, আমরা পুনরায় তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হই; পরিব্যাপ্ত জ্যোতির্মণ্ডলের গুঢ় তত্ত্ব নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় রত হই। বলো আমাকে, চন্দ্রপৃষ্ঠের অপর পারেও কি গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে? সমস্ত গাগনিক অস্তিত্ব কি একই ভূমণ্ডল সীমায় বিচরণশীল?

মেফি : পৃথিবীর যাবতীয় উপাদান যেমন, নভোমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্রও তেমনি একে অপরের সঙ্গে সম্মিলিত। এবং সব কিছুই একই অক্ষের ওপর আবর্তিত হচ্ছে, ভূমণ্ডল-মেরুতে যার প্রান্তসীমা। শনি, মঙ্গল বা বৃহস্পতি এরা কল্পনা নয় বরং চক্রশীল গ্রহ।

ফস্টাস : সময় এবং স্থানের প্রেক্ষিতে তাদের গতিমানতা কি একইরূপ?

মেফি : প্রত্যেকেই তারা যুক্তভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর দুই মেরুর ওপর চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্তিত হয়, কিন্তু রাশি-চক্রের ক্ষেত্রে তাদের গতি পৃথক।

ফস্টাস : ফুঃ, এমন জোলো উত্তর তো আমার পরিচারক ওয়াগনারই দিতে পারে। তার চেয়ে অধিক জ্ঞান কি মেফিস্টোফিলি-সের নেই? কে না জানে যে গ্রহ, উপগ্রহসমূহ দুই গতিবেগ সম্পন্ন? প্রথমটির সমাপ্তি ঘটে নিয়মিত আহ্নিক গতিতে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘটে—শনি ত্রিশ বৎসরে; মঙ্গল চারে; সূর্য, শুক্র আর বুধগ্রহ এক বৎসরে, এবং চন্দ্র আটাশ দিনে। ফুঃ, এ সবই বালসুলভ কল্পনা। এখন বলো আমাকে, প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহের কি নিজস্ব পরিমণ্ডল অথবা পরিনিয়ন্তা রয়েছে?

মেফি : হ্যাঁ।

ফস্টাস : সর্বমোট কয়টি স্তর বা পরিমণ্ডলী রয়েছে ?

মেফি : নয়টি। সাতটি গ্রহ, মহাকাশ এবং জ্যোতির্ময় স্বর্গ।

ফস্টাস : আমাকে এই প্রশ্নের সদুত্তর দাও। সবগুলি গ্রহের সম্মেলন, বৈপরীত্য, স্থানবৈশিষ্ট্য, সংক্রান্তি কেন আমরা দেখতে পাই না ; বরং কোনো বৎসরে আধিক্য, কোনো বৎসরে অল্পতা ?

মেফি : কারণ সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে তারা অসম গতিবেগ সম্পন্ন।

ফস্টাস : উত্তম। এখন জ্ঞাত করো আমাকে, কে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন ?

মেফি : আমি বলবো না।

ফস্টাস : প্রিয় মেফিস্টোফিলিস, বলো আমাকে।

মেফি : আমার চিত্ত আন্দোলিত করো না ফস্টাস, আমি তা কিছুতেই বলবো না তোমাকে।

ফস্টাস : শয়তান, তুমি কি আমার যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দানে বাধ্য নও ?

মেফি : তা সত্য। কিন্তু এই প্রশ্ন আমাদের রাজ্যবিধির বিরোধী। ফস্টাস, তুমি বরং নরক সম্পর্কে চিন্তা করো, কেননা তুমি অভিশপ্ত।

ফস্টাস : অনুধ্যান করো সেই ঈশ্বরকে, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, বিশ্ব পালক করতার।

মেফি : সতর্ক হও ফস্টাস। (প্রস্থান)

ফস্টাস : বেশ ফিরে যাও পাতকী, তোমার ওই গলিত নরকে। তুমিই তো এই দুর্বলচিত্ত ফস্টাসের আত্মাকে অভিশপ্ত করেছো। হায়, সময় কি আর নেই ?

(সু-দেবী ও কু-দেবীর পুনঃ প্রবেশ)

কু-দেবী : না ফস্টাস, কাল অতিক্রান্ত।

সু-দেবী : সময় কখনো হয় না অতিক্রান্ত, যদি মহান ফস্টাস
ধ্যানী হয় অনুতাপ হেতু।

কু-দেবী : যদি অনুতাপ ধ্যানে মগ্ন হও ; নারকীয় প্রেতকুল ছিন্নভিন্ন
করে দেবে অস্তিত্ব তোমার।

সু-দেবী : অনুতাপ করো হে ফস্টাস, কখনোই তারা
পারবে না তোমার আত্মা ধ্বংস করে দিতে।

(তাদের প্রস্থান)

ফস্টাস : প্রভু, যীশু, ত্রাণকর্তা এ আমার,
বিপন্ন ফস্টাস তার আত্মার রক্ষণে
প্রার্থনায় নতজানু আজ।

(অনুচরসহ লুসিফারের প্রবেশ)

লুসি : ফস্টাস, যীশু পারবে না তোমার আত্মাকে রক্ষা করতে কারণ তিনি ন্যায়পরায়ণ। তোমার আত্মার অধিকারী একমাত্র আমিই।

ফস্টাস : কে তুমি ? এতো বিকট ভয়ংকর ?

লুসি : আমি লুসিফার।

ফস্টাস : হায় ফস্টাস, তোমার আত্মাকে এরা নিয়ে যেতে এসেছে।

লুসি : না। কেবল তোমাকে অবগত করাতে এসেছি, তুমি আমাদের অপমান করেছো. তোমার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে তুমি যীশুর নাম উচ্চারণ করেছো। ঈশ্বরের চিন্তা তুমি আর স্মরণে আনতে পারবে না। শয়তান আর তার অভিশাপই কেবল তোমার চিন্তার বিষয়।

ফস্টাস : ভবিষ্যতে আমি আর কখনো করবো না। আমায় ক্ষমা করুন। আমি ফস্টাস প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনো স্বর্গের দিকে দৃষ্টি

দেবো না। উচ্চারণ করবো না ঈশ্বরের নাম, কিংবা তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনাও জানাবো না, পুড়িয়ে ফেলবো তথাকথিত পবিত্র শ্লোকাবলী, আমার আজ্ঞাধীন প্রেতদের দ্বারা ধর্মযাজকদের হত্যা করবো, ধূলোয় একাকার করে দেবো সমস্ত উপাসনালয়।

লুসি : তাই-ই করবে তুমি। বিনিময়ে আমরা তোমাকে বিপুল উপঢৌকনে হৃষ্ট করবো। ফস্টাস, তোমাকে আনন্দিত করার জন্যে নরক থেকে কিছু উপাদান নিয়ে এসেছি। উপবেশন করো। সাতটি জঘন্যতম পাপ তাদের স্ব-রূপে তোমাকে দর্শন দেবে।

ফস্টাস : আদি মানব তার সৃষ্টির প্রথম দিনে যেমন স্বর্গ দর্শনে আনন্দ লাভ করেছিলো, তাদের দর্শনে আমার চিত্তও তেমনি তৃপ্ত হবে।

লুসি : স্বর্গ অথবা সৃষ্টির কথা উল্লেখ করো না। বরং এই পাপমূর্তি দর্শনে মনোনিবেশ কর। শয়তানের কথা বলো, অন্য কোনো প্রসঙ্গ নয়। এসো তোমরা।

(সাতটি পাপমূর্তির প্রবেশ)

ফস্টাস, এদের নাম আর প্রকৃতিসমূহ পরীক্ষা করে দেখো।

ফস্টাস : কে তুমি প্রথমা ?

অহমিকা : আমি অহমিকা। কোনো জনক-জননীর অস্তিত্ব লাভ করতে আমি ঘৃণা করি। ছোঃ কী দুর্গন্ধ এখানে। এই স্থান সুবাসিত আর কারুময় আবরণীতে আচ্ছাদিত না করা হলে আমি আর একটি শব্দও উচ্চারণ করবো না।

ফস্টাস : দ্বিতীয়া, তুমি ?

লালসা : আমি লালসা। এক চামড়ার থলির ভেতরে কোনো গেঁয়ো চাষার ঔরসে আমার জন্ম। অনেক কামনা আমার। ইচ্ছে

হয়, যদি ওই সম্পূর্ণ বাড়ীটা, এর লোকজন সব কিছু সোনা হয়ে যেতো, আর আমি সে সব বুকের মধ্যে পুরে রাখতে পারতাম!—সোনা, আহা, সোনা।

ফস্টাস: তুমি কে তৃতীয়া?

ক্রোধ: আমি ক্রোধ। আমার পিতাও নেই, মাতাও নেই। আমার প্রাণ স্পন্দনের কাল যখন মাত্র আধঘণ্টা তখন এক সিংহের মুখ থেকে লাফিয়ে বের হয়ে আসি। তারপর থেকেই সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আমার গোপন তীক্ষ্মমুখ কিরীচ নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি, সবাইকে আঘাত করে ফিরছি; নিজেকেই খুঁচিয়ে মারছি যখন আর কারো সঙ্গে যুঝতে পাইনে। জন্ম আমার নরকে। আশা করা যায় যে, তোমাদেরই কেউ একজন আমার পিতা হতে পারে।

ফস্টাস: তুমি চতুর্থা?

ঈর্ষা: আমি ঈর্ষা। কোনো এক চিমনি-মেথর আর শামুক-কুড়ুনির মেয়ে আমি। আমি পড়তে জানি না, আর সেজন্যেই ইচ্ছে করি যেন সব বই-পত্তর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কারো খাওয়া দেখলেই আমি চড়বড় করে উঠি। ইশ্! সারা দুনিয়ায় যদি আকাল পড়ে সব মরে যেতো, আর আমি একা বেঁচে থাকতাম। তাহলে দেখতে আমি কেমন মোটা হয়ে যেতাম! কিন্তু তুমি ওপরে বসে থাকবে আর আমি নীচে দাঁড়িয়ে? নেমে এসো, অন্তত একটু প্রতিশোধ নেয়া যাক।

ফস্টাস: দূর হ, হিংসুকী! তোমার কি পরিচয় পঞ্চমী?

পেটুকী: আমার পরিচয়? পেটুকী। আমার পিতামাতা নরকলাভ করেছেন। আর ওই শয়তানটা আমার বেঁচেবর্তে থাকার জন্য বরাদ্দ করেছে দিনে মাত্র তিরিশ দফা ভোজ আর দশ দফা

পানীয়। বলো দেখি, এতে আমার কি হয়? যাকগে সে সব, তুমি কি আমাকে রাতের খাবারের জন্যে নেমন্তন্ন করবে?

ফস্টাস: নেমন্তন্ন! বরং আমি তোকে ফাঁসি-কাঠে দেখতে চাই, না হলে তুই আমার সব খাদ্য আর পানীয় শেষ করে দিবি।

পেটুকী: শয়তান যেন তোকে গলা টিপে মারেন।

ফস্টাস: গলা টিপে তুই নিজেই মর শয়তানি।—তুমি কে ষষ্ঠি?

আলস্য: আমি আলস্য। এক রোদ্দুরভরা সাগরতীরে আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে এতোদিন সেখানেই দিব্যি পড়েছিলাম। তুমি সেখান থেকে তুলে এনে আমার বিরাট ক্ষতি করেছো। ওই পেটুকী আর কামুকী আমাকে বয়ে নিয়ে এক্ষুণি আবার সেখানে রেখে আসুক। আমি আর একটা কথাও বলতে রাজী নই, রাজার ভাণ্ডার এনে দিলেও না।

ফস্টাস: তুমি কে সপ্তমী?

কামুকী: আমি? আমি হচ্ছি সেই যে কিনা একগাদা ভাজা মাছের চেয়ে এক খণ্ড কাঁচা মাংস বেশি ভালোবাসে। আমার নামের প্রথম অক্ষর ক—মানে? কামুকী।

ফস্টাস: যাও, ফিরে যাও, নরকে ফিরে যাও।

(পাপমূর্তিগুলির প্রস্থান)

লুসি: ফস্টাস, কেমন লাগলো এই প্রদর্শনী?

ফস্টাস: অতি উত্তম। চিত্ত আমার প্রভূত আনন্দ লাভ করেছে।

লুসি: নরকে সর্বপ্রকার আনন্দ উপকরণ রয়েছে ফস্টাস।

ফস্টাস: আঃ, আমি যদি নরক দর্শন করে ফিরে আসতে পারতাম, কী সুখিই না হতাম তাহলে।

লুসি: তুমি যেতে পারবে। মধ্যরজনীতে আমি তোমাকে প্রেরণ করবো সেখানে। ইতোমধ্যে তুমি এই গ্রন্থটি মনোযোগ

সহকারে পাঠ করো। অতঃপর তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন আকৃতিতে নিজেকে পরিণত করতে সক্ষম হবে।

ফস্টাস : অসংখ্য ধন্যবাদ লুসিফার। আমার জীবনের মতোই এই গ্রন্থটিকেও অতি সযত্নে আমি রক্ষা করবো।

লুসি : বিদায় ফস্টাস। স্মরণ করো কেবল শয়তানকে।

ফস্টাস : বিদায় মহান লুসিফার।

(মেফিস্টোফিলিস ব্যতীত অন্যান্য অনুচরসহ লুসিফারের প্রস্থান)

এসো মেফিস্টোফিলিস।

(তাদের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(মহামান্য পোপের নিজস্ব কক্ষ)

(ফস্টাস ও মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ)

ফস্টাস : সখা মেফিস্টোফিলিস, মনোরম পর্বত আর হ্রদমালায় সজ্জিত, স্বচ্ছ কাঁচের মতো পাথর দিয়ে ঘেরা; ট্রায়ার[২০] নগরীর আনন্দ আমরা উপভোগ করেছি, তারপর প্যারিস,[২১] দেখেছি ফলবান বৃক্ষরাজির সারিতে লালিত মেইন[২২] আর রাইন[২৩] নদীর মিলন স্থল, সেখান থেকে নেপল্‌স্‌,[২৪] চোখ ঝলসানো অট্টালিকায় সমৃদ্ধ চাম্পানিয়া,[২৫] দেখলাম মারোর[২৬] স্বর্ণ-

২০. পশ্চিম জার্মানীর একটি নগরী।
২১. ফ্রান্সের রাজধানী।
২২. জার্মানীর প্রধান নদী।
২৩. পশ্চিম মধ্য ইউরোপের একটি নদী, জার্মানী ও নেদারল্যাণ্ডসের মধ্য দিয়ে উত্তর সাগরে মিলিত হয়েছে।
২৪. দক্ষিণ-পশ্চিম ইটালীর বন্দর নগরী।
২৫. দক্ষিণ ইটালির একটি নগর।
২৬. ঈনিড মহাকাব্যের রচয়িতা ভার্জিলের অপর নাম।

সমাধি, অতঃপর অতীব ব্যয়বহুল গগনচুম্বী গীর্জায় গর্বিত পাদুয়া,[২৭] ঐশ্বর্যময়ী ভেনিস[২৮]; সার্থক হলো ফস্টাসের পরিভ্রমণ। কিন্তু বলো, এ কোন্ বিশ্রামস্থল মেফিস্টোফিলিস? তুমি কি আমাকে রোম[২৯] নগরীর অভ্যন্তরে নিয়ে এসেছো, তোমাকে পূর্বে যেমন আদেশ করেছিলাম?

মেফি: হ্যাঁ ফস্টাস, তাই। যেহেতু আমরা সুন্দর আপ্যায়ন থেকে বঞ্চিত হতে চাই না সেই হেতু আমাদের ব্যবহারের জন্যে মহামান্য পোপের নিজস্ব কক্ষে উপস্থিত হয়েছি।

ফস্টাস: আশা করি মহামান্য পোপ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন।

মেফি: সে এমন কিছু ব্যাপার নয়। তার আনন্দের হেতু আমরা কেবল কিঞ্চিৎ ধৃষ্টতার পরিচয় দেবো। ইতিমধ্যে তুমি সাতটি পাহাড়ের চূড়ায় নির্মিত এই রোম নগরীকে সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করো, আনন্দ লাভ করো, উপভোগ করো। স্রোতস্বিনী টাইবার,[৩০] পন্টে এ্যাঞ্জেলোর[৩১] সেতুর ওপারে সুরম্য দুর্গ প্রাকার, তাম্রউজ্জ্বল ধাতুর কামানদ্বয়, সুবিশাল তোরণ আর পিরামিডের প্রতিরূপ, এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য অমূল্য

---

২৭. উত্তর ইটালীর একটি নগর।

২৮. উত্তরপূর্ব ইটালির একটি বন্দর নগরী, ১১৮টি ক্ষুদ্রাকার দ্বীপের উপর নির্মিত।

২৯. ইটালির রাজধানী।

৩০. মধ্যইটালির একটি নদী।

৩১. উক্ত নদীর ওপরের সেতু।

সম্পদ সম্ভার যা কিনা জুলিয়াস সীজার[৩২] নিয়ে এসেছিলেন কৃষ্ণ মহাদেশ[৩৩] থেকে।

ফস্টাস : নরক সাম্রাজ্যের নামে, স্টাইকস[৩৪] এ্যাকেরণ আর চিরজ্বলন্ত ফ্লেজিথনের[৩৫] অগ্নিময় হ্রদের নামে আমি শপথ করে বলছি, স্বর্ণোজ্জ্বল রোম নগরীর সৌধ আর কীর্তিসমূহ দর্শনের অভিলাষ হয়েছে আমার। চলো এখুনি বেরিয়ে পড়ি।

মেফি : না ফস্টাস, অপেক্ষা করো। আমি জানি তুমি পোপের দর্শনে ও পবিত্র পীটারের ভোজে অংশ গ্রহণ করে আনন্দিত হবে। সেখানে তুমি টাকমাথা যাজকদের সাক্ষাৎ পাবে, যাদের প্রধান আনন্দই হচ্ছে উদরটাকে কেবল স্ফীত করা।

ফস্টাস : নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে নিয়ে রসক্রীড়া করবো; আর তাদের মূর্খতা আমাদের আনন্দমুখর করবে। আমাকে তুমি যাদু করো, যাতে আমি অদৃশ্য হয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, যতোক্ষণ রোমে অবস্থান করবো কেউ যেন আমাকে না দেখতে পারে।

(মেফিস্টোফিলিস ফস্টাসকে যাদু করে)

মেফি : এখন ফস্টাস, যা ইচ্ছে করে যাও, তোমার উপস্থিতি কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না।

(তুর্যনিনাদ সংকেত শোনা যায়। ভোজ সভায় অংশ গ্রহণের জন্যে পোপ, লোরেনের কার্ডিনাল ও যাজকদের প্রবেশ।)

---

৩২. রোমান সেনানায়ক, রাষ্ট্রনায়ক ও ঐতিহাসিক (১০০-৪৪ খ্রীঃ পূঃ), মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার অন্যতম প্রেমিকরূপে বর্ণিত।

৩৩. অর্থাৎ আফ্রিকা। কিন্তু ইতিহাস বলে যে, জুলিয়াস সীজার মিশর থেকেই যা কিছু অমূল্য সম্পদ-সম্ভার এনেছিলেন।

৩৪. ও ৩৫ গ্রীক পুরাণমতে যথাক্রমে ঘৃণার ও আগুনের নদী। নরককে ঘিরে রাখা পাঁচটি নদীর দু'টি।

পোপ : আপনি অনুগ্রহ করে এখানে বসুন, লোরেনের[৩৬] সম্মানিত কার্ডিনাল।

ফস্টাস : অধঃপাতে যাও। শয়তান তোমাদের শ্বাস রোধ করে দিক, অতিরিক্ত জঞ্জাল কোথাকার !

পোপ : এ কী ? কে কথা বলে ? যাজকগণ আপনারা একবার দেখুন তো।

১ম যাজক : কেউ তো নেই এখানে মহামান্য পোপ।

পোপ : সম্মানিত কার্ডিনাল, আজকের এই সুস্বাদু ভোজ সামগ্রী মিলানের[৩৭] বিশপ আমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন।

ফস্টাস : আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পোপ বাহাদুর। (পাত্র ছিনিয়ে নেয়)।

পোপ : কী, আশ্চর্য ! কে আমার কাছ থেকে ভোজপাত্র ছিনিয়ে নিলো ? আপনারা কেউ কি সন্ধান করবেন না ?—প্রিয় কার্ডি-নাল, এই খাদ্য পাত্র পাঠিয়েছেন ফ্লোরেন্সের[৩৮] কার্ডিনাল।

ফস্টাস : তুমি ঠিকই বলেছো। এটাও আমি নিয়ে নেবো। (পাত্র ছিনিয়ে নেয়)।

পোপ : কী আবার ? সম্মানিত কার্ডিনাল, আপনার সম্মানে আমি পান করছি।

ফস্টাস : আমি তোমার নামে পান করবো। (পানপাত্র ছিনিয়ে নেয়)।

কার্ডিনাল : মহামান্য পোপ, মনে হচ্ছে কোনো প্রেতাত্মা নরক থেকে সবে মাত্র বেরিয়ে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছে।

পোপ : তা' হতে পারে। যাজকগণ, আপনারা এই প্রেতাত্মার ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্যে স্তোত্র পাঠ করুন। প্রভু ঈশ্বর, করুণা কর। (তিনি বকে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন)।

৩৬. পূর্ব ফ্রান্সের একটি পুরাতন প্রদেশ।
৩৭. উত্তর ইটালির একটি নগর।
৩৮. ইটালির তাসকানী প্রদেশের রাজধানী

ফস্টাস : কি দুঃসাহস ! বুকে তুমি ক্রুশ আঁকছো ? আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওই চালাকিটা আর করো না।

(পোপ পুনরায় ক্রুশচিহ্ন আঁকেন।)

পুনরায় ? শেষবারের জন্যে সর্তক হও, তোমাকে আর কিছুতেই ক্ষমা করবো না।

(পোপ পুনরায় আঁকতে শুরু করলেই ফস্টাস তাঁর কানের ওপর আঘাত করে। পোপ ও তাঁর সহচরগণ দৌড়ে পালিয়ে যায়।)

এসো মেফিস্টোফিলিস, এখন আমরা কি করবো ?

মেফি : আমি কিছু জানি না। তবে ঘণ্টা, পবিত্রগ্রন্থ আর মোমবাতি, নিয়ে আমাদের অভিসম্পাত করা হবে।

ফস্টাস : কি বললে ? ঘণ্টা, বাইবেল আর মোমবাতি ; মোমবাতি, ঘণ্টা আর বাইবেল—একবার আগে, একবার পরে। ফস্টাসের নরক বাসের উদ্দেশ্যে অভিশাপ দেবে ! অতি শীঘ্র তুমি শুনবে একটা শূকরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ, বাছুরের ব্যা ব্যা আর গাধার ভ্যা ভ্যা চীৎকার ধ্বনি, কারণ আজ হলো সেণ্ট পীটারের আনন্দময় ছুটির দিন।

(স্তোত্রপাঠ করার জন্যে যাজকগণের প্রবেশ)

১ম যাজক : আসুন ভ্রাতৃবৃন্দ, মনোনিবেশ সহকারে আমরা স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করি।

(তারা পাঠ শুরু করে)

মহান পোপের টেবিল থেকে যে
তুলে নিলো ভোজের সম্ভার,
অভিশপ্ত করো তারে প্রভু।
মহান পোপের বদনে যে পাপী
আঘাত করেছে,
অভিশপ্ত করো তারে-প্রভু।
নিরীহ যাজক স্যাণ্ডোলো-এর মাথার চাঁদিতে
আঘাত করেছে যে
অভিশপ্ত করো তারে প্রভু।

আমাদের শ্লোক পাঠে যেই পাপী
বারে বারে বাধা দেয়
অভিশপ্ত করো তারে প্রভু।
মহান পোপের মদের পাত্র
ছিনিয়ে নিয়েছে যে
অভিশপ্ত করো তারে প্রভু।
আমেন।

(মেফিস্টোফিলিস ও ফস্টাস তাদেরকে প্রহার করে ও তাদের ওপর আতশবাজি ছুড়ে দিয়ে প্রস্থান করে।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(সম্রাটের প্রাসাদ)

(অনুচর সহ সম্রাট, ফস্টাস ও মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ)।

সম্রাট : আচার্য ফস্টাস, ইন্দ্রজাল বিদ্যায় আপনার কৃতিত্বের বিচিত্র বিবরণী আমার কর্ণগোচর হয়েছে। আমার সাম্রাজ্যে, এমন কি সমগ্র পৃথিবীতে যাদুবিদ্যায় আপনার তুল্য আর কেউ নেই। শোনা যায় যে, একজন বিদেহী আত্মা আপনার অনুগত, তার মাধ্যমে আপনি যা ইচ্ছা তাই সম্পাদন করতে পারেন। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনার দক্ষতার কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রদর্শন করুন; সে সকল দর্শন করে এতো-দিন যা কিছু আমি শ্রুত হয়েছি তার প্রতি যেন আমার চক্ষু দুটির প্রতীতি লাভ হয়। আমার রাজকীয় মুকুটের সম্মানে আমি শপথ করছি যে, আপনি যা কিছুই প্রদর্শন করুন তার জন্যে আপনার কোনো ক্ষতিসাধন বা সম্মানহানি করা হবে না।

অমাত্য : (জনান্তিকে) ওকে আসলেই একজন যাদুকর বলে মনে হচ্ছে।

ফস্টাস : মহিমান্বিত সম্রাট, লোকে আমার সম্পর্কে যা প্রচার করেছে আমি সত্যিই তার উপযুক্ত নই, আপনার সিংহাসনের নামে আপনি যা বললেন আমি তারও যোগ্য নই। তবু আপনার প্রীতিবোধ আমাকে কর্তব্য পালনে বাধ্য করছে। মহামান্য সম্রাট আমাকে যে আদেশ করবেন আমি তা সানন্দে পালন করবো।

সম্রাট : ডক্টর ফস্টাস, তাহলে অবহিত হোন কিছুক্ষণ আগে আমি শয়নকক্ষে একাকী বিশ্রামকালে আমার গরিমাদীপ্ত পূর্ব-পুরুষদের কথা চিন্তা করছিলাম—কেমন করে তাঁরা অজেয় শৌর্যদ্বারা এতো কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, লাভ করেছিলেন এতো ধনসম্পদ, পরাভূত করেছিলেন বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য। তাঁদের উত্তরাধিকারী আমরা বা আমাদের উত্তর পুরুষেরা সেই গগনচুম্বী খ্যাতি বা অসীম ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না বলেই আমার মনে হয়। সেই তাঁদের ভেতরে ছিলেন মহাপরাক্রমী আলেকজাণ্ডার, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, যাঁর গৌরবময় কীর্তির আলোকরশ্মি সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলো। যখনি তাঁর কথা আমি শ্রবণ করি হৃদয় আমার বিষণ্ণ হয় যে, তাঁকে আমি কোনদিন প্রত্যক্ষ করিনি। সেজন্যে, আপনি আপনার চাতুর্যপূর্ণ ইন্দ্রজাল দ্বারা সেই মহাবীর এবং তাঁর সুন্দরী প্রণয়িনীকে তাঁদের স্ব-আকারে আর যে পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে তাঁরা চলাফেরা করতেন সেইভাবে সমাধি থেকে মর্ত্য-ভূমিতে আবির্ভূত করুন। আশা করি আপনি আমার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করবেন, এবং আমার জীবনকালে আপনার প্রশংসায় আমাকে মুখর হতে দেবেন।

ফস্টাস : মহামান্য সম্রাট, আপনার নির্দেশ পালন করতে আমি সম্পূর্ণ

প্রস্তুত। আমার অনুগত প্রেতের কলাকৌশল ও দক্ষতার দ্বারা আমি এই কর্তব্য সাধনে সক্ষম হবো।

অমাত্য : (জনান্তিকে) এই যাদুকরের কাছে এটা নিশ্চয়ই অতি সামান্য।

ফস্টাস : কিন্তু মহামান্য সম্রাট, পরলোকগত দুইজন রাজন্যকে সশরীরে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ তাঁদের মরদেহ বহুকাল পূর্বেই ধূলিতে বিলীন হয়ে গেছে।

অমাত্য : (জনান্তিকে) হাঃ হাঃ বটে। এতোক্ষণে মহাজ্ঞানী ফস্টাসের আসল রূপ প্রকাশ পেতে চলেছে। তা কখন তিনি সত্যটাকে স্বীকার করবেন।

ফস্টাস : তবে দুজন প্রেত আলেকজাণ্ডার ও তাঁর প্রণয়িনী মরদেহে যেভাবে সমৃদ্ধময় আড়ম্বরে বাস করতেন সেইভাবে তাঁদের অনুরূপ প্রতিকৃতি নিয়ে আপনার সম্মুখে আবির্ভূত হবে। আমার বিশ্বাস, মহিমান্বিত সম্রাট তাতে প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।

সম্রাট : আচার্য ফস্টাস, আমাকে এক্ষুণি তাঁদের দর্শন করতে দিন।

অমাত্য : ডক্টর, আপনি আলেকজাণ্ডার ও তাঁর প্রণয়নীকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করুন।

ফস্টাস : তা কিরূপে রাজ অমাত্য?

অমাত্য : আমার তো বিশ্বাস, যে রূপে দেবী ডায়না[৩৯] শিকারী একটিয়নকে[৪০] হরিণে পরিণত করেছিলেন!

---

৩৯. রোমান পুরাণমতে শিকার, কৌমার্য ও চাঁদের দেবী। (গ্রীক আর্টেমিস)

৪০. দক্ষ শিকারী। রোমান পুরাণ কাহিনীতে বর্ণিত যে, স্নানরতা দেবী ডায়ানাকে নগ্ন অবস্থায় সে গোপনে দেখে। ডায়ানা জেনে ফেলার পর তাকে হরিণে রূপান্তরিত করে এবং তারি কুকুরদল তাকে হত্যা করে।

ফস্টাস : মেফিস্টোফিলিসি, যাও। (মেফিস্টোফিলিসের প্রস্থান)

অমাত্য : নিশ্চয়ই তুমি যাহুর মন্ত্র পাঠ করতে চলেছো। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। (প্রস্থান)

ফস্টাস : আমাকে এমন করে বাধা দেবার জন্যে অতি শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে। মহামান্য সম্রাট, এই যে তাঁরা।

(আলেকজাণ্ডার ও তার প্রণয়িনীর প্রতিরূপে দু'জন প্রেত-প্রেতিনীসহ মেফিস্টোফিলিসের পুনঃ প্রবেশ)

সম্রাট : ডক্টর, শুনেছি যে জীবনকালে এই মহিলার কণ্ঠদেশে একটি আঁচিল বা তিল ছিলো। আমি কি করে জানাবো তা সত্য কিনা।

ফস্টাস : সম্রাট নির্ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

সম্রাট : সত্যই এদের প্রেতাত্মা বলে অনুমিত হচ্ছে না। পরলোকগত রাজন্যদ্বয় যেন বাস্তব মরদেহ নিয়েই উপস্থিত।

(প্রেত-প্রেতনীর প্রস্থান)

ফস্টাস : মহামান্য সম্রাট, আপনার যে নাইট মহোদয় আমার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করছিলেন তাঁকে কি অনুগ্রহ করে এখানে আগমন করতে আদেশ করবেন ?

সম্রাট : যাও, নাইটকে এখানে উপস্থিত হবার সংবাদ দান করো।

(একজন অনুচরের প্রস্থান)

(মাথার ওপরে দু'টি শিংসহ রাজঅমাত্যের পুনঃপ্রবেশ)

কি আশ্চর্য নাইট মহোদয়? আপনার মস্তকে নিশ্চয়ই আপনি হুটি অতিরিক্ত শিং অনুভব করছেন !

অমাত্য : রে পাতকী, ঘৃণ্য সারমেয়, অন্ধকার পর্বত গুহায় লালিত শয়তান, কোন ধৃষ্টতায় তুই একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে

অপমানিত করতে দুঃসাহসী হয়েছিস! দুরাত্মা, যা করেছিস তুই এক্ষুণি তার প্রায়শ্চিত্ত কর!

ফস্টাস: শান্ত হোন নাইট মহোদয়! এতো তাড়া কিসের! আপনার কি স্মরণে নেই যে, সম্রাটের সঙ্গে আমার আলোচনাকালে আপনি কিভাবে বাধার সঞ্চার করেছিলেন? আমি নিশ্চয়ই তার উপযুক্ত বিধান আপনাকে প্রদান করেছি।

সম্রাট: মহাজ্ঞানী ফস্টাস, আমার সম্মানে আপনি তার প্রতি সদয় হোন, মুক্ত করুন তাকে আপনার কুহক থেকে, তার উপযুক্ত শাস্তি সে লাভ করেছে।

ফস্টাস: মহামান্য সম্রাট, আপনার সম্মুখে আমাকে অপমান করার জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো অভিলাষে আমি তাকে শাস্তি প্রদান করিনি, কেবল আপনাদের আনন্দদানের জন্যেই করেছি মাত্র। অন্যায় সাধক এই অমাত্যের বর্তমান রূপান্তরণে ফস্টাসও তৃপ্তি লাভ করেছে। এখনি আমি তাকে তার শৃঙ্গ থেকে মুক্ত করে দিচ্ছি। নাইট মহোদয়, এখন থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণের বিষয়টি স্মরণে রাখবেন। মেফিস্টোফিলিস, মুক্ত করে দাও তাকে। (মেফিস্টোফিলিস আদেশ পালন করে)। মহিমান্বিত সম্রাট, আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি, অনুগ্রহ করে এখন প্রস্থানের অনুমতি দান করুন।

সম্রাট: বিদায় আচার্য ফস্টাস। তবে প্রস্থানের পূর্বে নিশ্চয়ই প্রচুর পারিতোষিক আপনার প্রাপ্য।

(ফস্টাস ও অনুচরসহ সম্রাটের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

(উন্মুক্ত সবুজ প্রান্তর)

ফস্টাস : মেফিস্টোফিলিস, জীবনের অস্থির যাত্রাপথে বড়ো ধীর আর শান্ত গতিতে সময় গড়িয়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে আমার আয়ুষ্কাল, হ্রাস হয়ে গেছে আমার জীবনসূত্র। এখন শুধু আহ্বান আমার শেষ দিনগুলোর ঋণ পরিশোধ করবার। তাই, প্রিয় মেফিস্টোফিলিস, আমার জন্মভূমি উয়িটেনবার্গে প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত করতে চাই।

মেফি : তুমি পদব্রজে না কি অশ্বযানে যাত্রা করবে ?

ফস্টাস : যতোক্ষণ পথপ্রান্তের এই সুন্দর চিত্তহারী সবুজ রয়েছে ততোক্ষণ পদব্রজেই আমি চলতে থাকবো।

মেফি : কিন্তু ভ্যানহোল্টের[৪১] ডিউক তোমার সাক্ষাৎ কামনা করেছিলেন।

ফস্টাস : ভ্যানহোল্টের ডিউক অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। তাকে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনে কৃপণ হওয়া আমার উচিত হবে না। উয়িটেনবার্গের যাত্রাপথে না হয় তার ওখানে বিশ্রাম গ্রহণ করা যায়। চলো মেফিস্টোফিলিস।

অষ্টম দৃশ্য

(ভ্যানহোল্টের ডিউকের দরবার)

(ডিউক, ডাচেস ও ফস্টাসের প্রবেশ)

ডিউক : বিশ্বাস করুন আচার্য ফস্টাস, আপনার মোহিনী দক্ষতা আমাকে অশেষ আনন্দ দান করেছে।

৪১. মধ্যজার্মানীর একটি কাউন্টি

ফস্টাস : আপনাদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হতে পেরে আমি নিজেও আনন্দিত মহামান্য ডিউক। তবে সম্মানিতা ডাচেস বোধ করি তেমন প্রসন্ন হননি। আমি শুনেছি যে, মহিলারা নাকি মুখ-রোচক কোনো কিছু বা ওই জাতীয় আনন্দ উপাদানই বেশি ভালোবাসেন। আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করুন মহোদয়া, আশা করি আপনি তা লাভ করবেন।

ডাচেস : ধন্যবাদ ডক্টর। আমাকে আনন্দ দান করার জন্যে আপনার আন্তরিক আগ্রহে আমি সত্যি প্রীত হয়েছি। আমার হৃদয়ের বাসনাকে আপনার কাছে আমি গোপন রাখবো না। এখন তো গ্রীষ্মকাল নয়, শীত ঋতুর প্রচণ্ডতম মাস জানুয়ারী, এ সময়ে সুপক্ব আঙুর দুষ্প্রাপ্য। তাই আস্বাদনের ইচ্ছা আমাতে প্রবল ডক্টর ফস্টাস।

ফস্টাস : এ অতি সামান্য মহোদয়া। মেফিস্টোফিলিস যাও। (তার প্রস্থান)। মহামান্যা ডাচেস এর চেয়েও দুর্লভ কোনো বস্তু পেলে যদি সন্তুষ্ট হন, আজ্ঞা করুন, আপনি অবশ্যই তা লাভ করবেন। (আঙুরসহ মেফিস্টোফিলিসের পুনঃ প্রবেশ)। এই যে আঙুর গুচ্ছ, অনুগ্রহ করে আস্বাদন করুন মহোদয়া।

ডিউক : সত্যিই অবিশ্বাস্য ডক্টর। জানুয়ারী মাসের এই প্রচণ্ড শীতের ভেতর আপনি সুপক্ব আঙুর গুচ্ছ আনয়ন করলেন, এটা সত্যিই বিস্ময়কর।

ফস্টাস : মহামান্য ডিউক, সমগ্র বিশ্বে একটি পূর্ণ বর্ষ প্রধানত দুটি গোলকমণ্ডলে বিভক্ত। আমাদের এখানে যখন শীত অন্য গোলার্ধে তখন গ্রীষ্ম, অর্থাৎ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সাবা[৪২] তথা প্রাচ্যভূমিতে গ্রীষ্মকাল। আমার যে দ্রুতগামী প্রেত রয়েছে

৪২। উত্তর বোর্ণিওর মালয়েশীয় নাম।

সে-ই অপর গোলার্ধ থেকে এই আঙুর গুচ্ছ নিয়ে এসেছে।
—মহোদয়া, আপনার কি মনঃতুষ্টি ঘটেছে? আঙুরগুলো কি সুস্বাদু?

ডাচেস : আচার্য ফস্টাস, সত্যিই বলছি, আমার জীবনে যতো প্রকার আঙুরের স্বাদ আমি গ্রহণ করেছি তার মধ্যে এগুলো নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম।

ফস্টাস : আপনার তৃপ্তিলাভে আমিও তৃপ্ত মহোদয়া।

ডিউক : ডাচেস, জ্ঞানপ্রবর ফস্টাস আমাদের যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন তার জন্যে তাঁকে প্রভূত পারিতোষিক দান করা তোমার কর্তব্য।

ডাচেস : নিশ্চয়ই প্রভু। আমাকে যে সৌজন্য তিনি দেখিয়েছেন তা'তে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

ফস্টাস : আমার বিনম্র ধন্যবাদ গ্রহণ করুন মহামান্যা ডাচেস।

ডিউক : চলুন আচার্য ফস্টাস, প্রাসাদ অভ্যন্তরে চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

(ফস্টাসের গৃহ)

(ওয়াগনারের প্রবেশ)

ওয়াগনার : আমার প্রভু বোধ হয় শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবেন। তিনি তাঁর সমস্ত বিষয়-আশয় আমাকে দান করে দিয়েছেন! তবুও, মনে হয়, মৃত্যু যদি তাঁর অতি নিকটেই এসে থাকতো তাহলে বন্ধুদের নিয়ে সর্বদাই এতো পানাহার আনন্দ আমোদ করতেন না। এমন আমোদের প্রাচুর্য ওয়াগনার সারাজীবনেও

দেখেনি। ওই যে তারা সব আসছে। মনে হয় নৈশভোজের পালা শেষ হয়েছে। (প্রস্থান)

(মেফিস্টোফিলিস ও তিনজন জ্ঞানী সহ ফস্টাসের প্রবেশ)

১ম জ্ঞানী : ডক্টর ফস্টাস, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণী সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম। আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, গ্রীসের হেলেনই[৪৩] ছিলেন সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। আচার্য ফস্টাস, আশা করি অনুগ্রহ করে আপনি সেই অতুলনীয়া সৌন্দর্যময়ী, যার রূপের খ্যাতিতে সমস্ত পৃথিবী আজো মুগ্ধ, তাকে আমাদের প্রদর্শন করুন। আমরা বাধিত হবো।

ফস্টাস : ভদ্রমহোদয়গণ, আমি জানি যে নিখাদ আপনাদের বন্ধুত্ব। এবং ফস্টাসের যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের অনুরোধ সে কখনো উপেক্ষা করে না। আপনারা সেই অদ্বিতীয়া রূপবতী গ্রীসের হেলেনকে নিশ্চয়ই দর্শন করবেন। নীরব হয়ে অপেক্ষা করুন, কোনো শব্দের উচ্চারণ তাব আগমনে ব্যাঘাত ঘটাবে।

(সংগীত ধ্বনির সঙ্গে হেলেনকে মঞ্চের উপর হেঁটে যেতে দেখা যায়)

২য় জ্ঞানী : আমার কল্পনা বোধ এতো দুর্বল যে সমগ্র পৃথিবীর খ্যাতিধন্যা হেলেনের উপযুক্ত প্রশংসার ভাষাই আমার নেই।

৩য় জ্ঞানী : এমন একজন সৌন্দর্য সম্রাজ্ঞীর অপহরণে ক্রুদ্ধ গ্রীকরা যদি দশ বৎসর যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তবে এতে অবশ্যই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। নিশ্চয়ই এর সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।

---

৪৩. স্পার্টার রাজা মেনিলসের সুন্দরী স্ত্রী। ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস তাকে অপহরণ করার ফলে দশ বৎসরব্যাপী স্পার্টা ও ট্রয়ের যে যুদ্ধ হয় তা ট্রোজান যুদ্ধ বা ট্রয়ের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

১ম জ্ঞানী : প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ গর্বযোগ্য সৃষ্টি এবং নিরুপমা সৌন্দর্যমূর্তিকে আমরা দর্শন করলাম। আর এজন্যে আচার্য ফস্টাস, আপনার সুখি ও আশীর্বাদময় জীবনের কামনা করি। এখন আমরা বিদায় নিতে চাই।

ফস্টাস : বিদায় বন্ধুগণ। আপনাদের জন্যেও আমার একই কামনা।

(জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রস্থান)

(একজন বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ : ফস্টাস, আমি যদি জীবনের সুষম পথে তোমাকে চালিত করতে সক্ষম হতাম, যাতে সেই পথ তোমাকে স্বর্গীয় শান্তির পরম আশ্রয়ে পৌঁছে দিতো। আকুল ক্রন্দনে তোমার ভগ্ন হৃদয়কে সিক্ত করে তোলো, অনুতাপের অশ্রুতে তোমার দূষিত আর ঘৃণিত পাপকে নিমজ্জিত করো, পাপপূর্ণ পূতিগন্ধের দ্বারা তোমার অন্তর দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে, কোনো সমবেদনাই সেই জঘন্যতম পাপের গুরুভারকে লাঘব করতে পারবে না। পারবে একমাত্র মানবত্রাতা মহান যীশু, ফস্টাস, যার পবিত্র রক্তধারা তোমার সমস্ত পাপকে বিধৌত করে তোমাকে নির্মলতায় অভিষিক্ত করবে।

ফস্টাস : এখন কোথায় তুমি ফস্টাস? হতভাগা, কী তুমি সম্পন্ন করেছো? অভিশপ্ত তুমি ফস্টাস, চির অভিশপ্ত; নৈরাশ্যে ন্যূব্জ হও এবং মৃত্যুবরণ করো। ওই শোনো, নরক যথার্থ-ভাবেই আহ্বান করছে তোমাকে, আহ্বান করছে সিংহের গর্জনে। বলছে—"এসো ফস্টাস, এসো, অন্তিমক্ষণ তোমার সমাগত।" এবং নিরুপায় ফস্টাস নরকের আহ্বানকেই সমাদর করতে প্রবৃত্ত হবে।

(মেফিস্টোফিলিস ফস্টাসকে একটি ছুরি এগিয়ে দেয়)

বৃদ্ধ : নিবৃত্ত হও ফস্টাস, আত্মহত্যার মতো চরম পাপ থেকে বিরত হও। আমি দেখছি, একজন দেবদূতকে দেখছি তোমার ভাগ্যাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছেন, হাতে তাঁর ঐশ্বরিক করুণার আধার, যেন তোমার আত্মার উদ্দেশ্যে ঢেলে দেবেন তিনি। ফস্টাস। তুমি শুধু অনুতাপ করো, হতাশায় আর মথিত করো না নিজেকে।

ফস্টাস : আহ্ প্রিয় বন্ধু, তোমার সুভাষণ আমার নৈরাশ্যময় চিত্তকে সান্ত্বনায় প্রফুল্ল করে তুলছে। প্রভুর কাছে পাপ মুক্তির জন্যে করুণা ভিক্ষা করতে আমাকে একাকী থাকতে দাও।

বৃদ্ধ : আমি যাচ্ছি বন্ধু, গভীর আনন্দ নিয়ে আর এই আশা নিয়ে যে তোমার পাতকী আত্মা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

(প্রস্থান)

ফস্টাস : অভিশপ্ত ফস্টাস, কোথায় ঈশ্বরের ক্ষমা? আমি অনুতাপ করছি, তবুও হতাশায় পরিপূর্ণ আমি। আমার বক্ষ পিঞ্জরে প্রবেশ করার জন্যে নরকের সমস্ত কীটানুকীট কী ভীষণ সংগ্রাম করে চলেছে। হায়, আমি কি করে নারকীয় মৃত্যুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করবো!

মেফি : বিশ্বাসঘাতক ফস্টাস, আমার প্রভু লুসিফারের প্রতি অবাধ্যতার জন্যে তোমার আত্মাকে আমি শৃংখলিত করছি। যদি বিদ্রোহ করো, তাহলে তোমার শরীরকে তীব্র যন্ত্রণায় খণ্ড-বিখণ্ডিত করে ছড়িয়ে দেবো।

ফস্টাস : প্রিয় মেফিস্টোফিলিস, আমার এই অসংগত আচরণের জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে তোমার প্রভুকে অনুরোধ করো। লুসিফারের প্রতি আমার প্রতিজ্ঞাকে আমি পুনরায় রক্তের স্বাক্ষরে প্রতিপন্ন করবো।

মেফি : তাহলে দৃঢ়চিত্তে শীঘ্র তাই সম্পন্ন করো। নতুবা নিষ্ঠুরতম শাস্তি নেমে আসবে তোমার ভাগ্যে।

ফস্টাস : মেফিস্টোফিলিস শাস্তি দাও ওই কুটিল অন্ত্যজ বৃদ্ধকে, যে কিনা আমাকে লুসিফারের ধ্যান থেকে বিরত হতে প্ররোচনা দিতে সাহস পেয়েছিলো। আমাদের নরকের সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি তুমি প্রদান করো তাকে।

মেফি : না ফস্টাস। ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস বড়ো পুণ্যময়, আমি তার আত্মাকে স্পর্শও করতে পারবো না ; অবশ্য তার দেহকে আমরা যন্ত্রণা দিতে পারি, কিন্তু তা নিতান্তই মূল্যহীন।

ফস্টাস : তোমার কাছে আরেকটি প্রার্থনায় বিনীত আমি, পূর্ণ করো তাকে। আমার চিত্তের অন্তিম বাসনা পরিতৃপ্ত হবে তা'তে। শোনো অনুগত বন্ধু আমার, কিছুক্ষণ পূর্বে দৃষ্ট ওই রূপশ্রেষ্ঠা হেলেনকে যেন আমার প্রণয়িনীরূপে লাভ করতে পারি, যার প্রেমাবেগপূর্ণ আলিঙ্গন লুসিফারের প্রতি আমার পবিত্র অঙ্গীকারচ্যুত চিত্তের অসংগত আন্দোলনকে দূরীভূত করে সুস্থির করে তুলবে আমাকে।

মেফি : তোমার এই সামান্য বাসনা পলকহীন মুহূর্তেই চরিতার্থ হবে ফস্টাস।

(হেলেনের পুনঃ প্রবেশ)

ফস্টাস : এই কি আনন সেই যা কিনা সহস্র অর্ণবের
হয়েছিলো ধ্বংসের কারণ,
আর ইলিয়াম[৪৪] দুর্গে এনে দিতে অগ্নিযজ্ঞলীলা ?
—এসো, এসো, রূপসী প্রেয়সী তুমি হেলেন আমার,
এসো সুনিবিড়ে,
তোমার অধর স্পর্শে আমাকে অমর করো তুমি।

(হেলেনকে চুম্বন করে)

---

৪৪. ট্রয়ের দুর্গ।

পেলব অধর তার নিঃশেষে করেছে পান আত্মাকে আমার
যেন—

দেখো, দেখো, কেমন সুধীরে
উড়ে যায় সে কোন অদৃশ্য স্তরে।

এসো, প্রেয়সী হেলেন, এসো, আত্মাকে আমার
আবার ফিরিয়ে দাও ; এখানেই অধিবাসে তৃপ্ত হবো আমি,
কেননা তোমার ওই সুপ্রিয় অধরে নিহিত স্বর্গের স্বাদ।
আমি হবো তোমার প্যারিস।[৪৫] তোমারি প্রণয়ে
ট্রয়ের বদলে আমি ধ্বংসস্তূপ করে দেবো উয়িটেনবার্গ,
জন্মভূমি ফস্টাসের। দুর্বল-হৃদয় মেনিলস[৪৬]
দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হবে আমার শক্তিতে,
এবং তোমার রাতুল প্রণয় হবে আমার মুকুট।
নিশ্চিতই আমার আঘাতে জর্জরিত হবে একিলিস[৪৭],
অতঃপর ফিরে আসবো হেলেনের প্রেমাতুর বাহুডোরে.
তার কামার্ত অধর স্পর্শে ধন্য হতে আমি।

সন্ধ্যার সমীর হতে তুমি যে অধিক রূপময়,
তুমি যে সৌন্দর্যময়ী আকাশের তারার গভীরে
লুক্কায়িত সৌন্দর্যের চেয়ে।

---

৪৫. ট্রয়ের রাজা প্রিয়াম ও রাণী হেকুবার পুত্র, হেলেনের অপহরণকারী।

৪৬. হেলেনের স্বামী, স্পার্টার রাজা।

৪৭. ট্রোজান যুদ্ধের একজন বীর। ট্রয়ের বীর সৈনিক হেকটরকে বধ করেন। তিনি প্যারিসের তীরে নিহত হন। পুরান কাহিনী অনুযায়ী একিলিসের মা থেটিস তাকে জন্মের পর আশীর্বাদপূত নদীতে স্নান করায় যাতে দেহে আঘাতজনিত কারণে তার মৃত্যু না হয়। থেটিস

বজ্রধারী অনল-উজ্জ্বল জিউস[৪৮] দেবতা যবে
একান্তই আকস্মিক আবির্ভাবে হয়েছিলো অভাগিনী সেমিলির[৪৯]
ধ্বংসের কারণ,
হেলেন তুমি যে তারো চেয়ে অনেক উজ্জ্বলতমা ;
প্রণয়িনী এরিথিউসার[৫০] খেয়ালী খেলায়
আকাশ দেবতা যথা সুহাসে মধুর
তারো চেয়ে তুমি যে মধুরতমা, হে প্রেয়সী হেলেন আমার।
তুমি ছাড়া কে বা হতে পারে
রঙ্গিনী সঙ্গিনী এই ফস্টাসের—
কেউ নয়, কেউ নয়, কখনোই নয়।

(প্রস্থান)

একিলিসের পায়ের গোড়ালি ধরে স্নান করায়, পায়ের ঐ অংশ শুকনোই থেকে যায়। গোড়ালি ছাড়া দেহের অন্য কোনো স্থানে আঘাত পেলে একিলিসের মৃত্যু হবে না। প্যারিস তা' জানতো। সেহেতু প্যারিস তার তীর একিলিসের গোড়ালিতে বিদ্ধ করে।

৪৮. মূল গ্রন্থে রয়েছে রোমান দেবতা জুপিটার। কিন্তু আমি গ্রীক দেবতা জিউস ব্যবহার করেছি এজন্যে যে, সেমিলি গ্রীক দেবী। আর যে প্রসঙ্গটির উল্লেখ রয়েছে তা' গ্রীক পুরাণমতে সংঘটিত হয়েছিলো জিউস কর্তৃক।

৪৯. গ্রীক পুরাণমতে শস্য ও আনন্দের দেবতা ডায়োনিসাসের মা, জিউসের ঔরসে। সেমিলি জিউসকে চাক্ষুষ দেখেনি ; দেখতে চাইলে জিউস বজ্রবিদ্যুৎ ধারণ করে সাক্ষাৎ দান করলে বিদ্যুতালোকে সেমিলির মৃত্যু হয়।

৫০ গ্রীক পুরাণমতে একজন পরী, আলফেস নামে জনৈক ব্যক্তি তার পশ্চাদ্ধাবন করে সে নিজেকে ঝর্ণায় রূপান্তরিত করে ফেলে ; তার ভেতরে আকাশের সুন্দর প্রতিফলন ঘটাতে আকাশ-দেবতা মুগ্ধ হন।

দশম দৃশ্য

(ফস্টাসের গৃহ)

(জ্ঞানী ব্যক্তিদের ও ফস্টাসের প্রবেশ)

ফস্টাস : আহ্, প্রিয় বন্ধুগণ।

১ম জ্ঞানী : কি হেতু ফস্টাস পীড়িত ?

ফস্টাস : প্রিয় বন্ধুগণ, আপনাদের সাহচর্যে যদি বাস করতাম তবে আমি আরো বহুদিন বেঁচে থাকতাম। কিন্তু এখন আমি অনন্ত মৃত্যুকে বরণ করতে চলেছি। দেখো দেখো, সে কি আসছে না ? সে কি আসছে না ?

২য় জ্ঞানী : এসবের অর্থ কি ফস্টাস ?

৩য় জ্ঞানী : মনে হয় অত্যধিক একাকীত্বের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

১ম জ্ঞানী : তাহলে তো তার নিরাময়ের জন্যে চিকিৎসক নিয়ে আসতে হয়। এটা অমিতাচারজনিত কারণেই হয়েছে। তুমি কিছু ভয় পেয়ো না ফস্টাস।

ফস্টাস : হ্যাঁ অমিতাচার। গুরুতর পাপের অমিতাচার, যার ফলে আমার দেহ আত্মা উভয়ই চরমভাবে অভিশপ্ত।

২য় জ্ঞানী : তাহলে ফস্টাস, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হও, তাঁর করুণার শেষ নেই।

ফস্টাস : কিন্তু ফস্টাসের অপরাধের যে কোনোই ক্ষমা নেই। আদম ঈভকে যে সাপ নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে প্ররোচিত করেছিলা, সেও ক্ষমা পেতে পারে, কিন্তু ফস্টাস নয়। আহ্ বন্ধুগণ। ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করো আমার কথা, শ্রবণকালে কম্পিত হয়ো না তোমরা। সুদীর্ঘ ত্রিশটি বৎসর এখানে আমার অধ্যয়ন আর জ্ঞান চর্চার কথা স্মরণ করতে গিয়ে হৃদয় আমার স্পন্দিত আর শিহরিত হয়ে উঠছে। আমি যদি কোনোদিন উয়িটেন-বার্গ দর্শন না করতাম, কি কোনো গ্রন্থই পাঠ না করতাম।

আমার অগাধ পাণ্ডিত্যকৃতী সুবিদিত জার্মানীতে, সমগ্র বিশ্বে। কিন্তু সেই গর্বের উচ্ছৃংখলতায় ফস্টাস হারিয়েছে তার জার্মানী, হারিয়েছে বিশ্বের সম্মান, হারিয়েছে স্বর্গের আশ্রয়, হ্যাঁ স্বর্গ, ঈশ্বরের অধিবাসে ধন্য, তাঁর সিংহাসনের আশীর্বাদে কৃতার্থ অনাবিল আনন্দের অন্তহীন সাম্রাজ্য ওই স্বর্গ। বিনিময়ে আজীবন তাকে বাস করতে হবে চির অন্ধকারময় নরকে। যন্ত্রণাক্ত নরক—অনন্তকাল। প্রিয় বন্ধুরা বলুন, নরকের চির অন্ধকারে থেকে এই ফস্টাসের কি পরিণতি হবে?

৩য় জ্ঞানী: বিশ্বপালক ঈশ্বরকে স্মরণ করো ফস্টাস।

ফস্টাস: ঈশ্বর! যাকে ফস্টাস শপথ করে পরিত্যাগ করেছিলো? যাকে ফস্টাস নিন্দিত অভিশাপে তুচ্ছ করেছিলো? হে আমার ঈশ্বর, আমি অনুতপ্ত ক্রন্দনে আকুল চিত্ত হতে চাই! কিন্তু ওই শয়তান আমার অশ্রুকে রুদ্ধ করে দিয়েছে, অশ্রুর পরিবর্তে রক্তধারা এনে দিচ্ছে! ওহ্, আমার জীবন আর আত্মা! উহ্, সে আমার জিহ্বাকেও অনড় করে দিয়েছে! আমি প্রার্থনার জন্যে হাত দু'টি উর্ধ্বপানে তুলতে চাইছি, কিন্তু দেখো, ওরা তাকেও অদৃশ্য বন্ধনে স্থাবর করে দিয়েছে!

সকলে: কারা ফস্টাস?

ফস্টাস: লুসিফার এবং মেফিস্টোফিলিস। প্রিয় সুহৃদ আমার, শোনো আমি কুহকের বিনিময়ে তাদেরকে আমার আত্মা দান করেছিলাম।

সকলে: হা ঈশ্বর! এ যে নিষিদ্ধ!

ফস্টাস: ঈশ্বর সত্যই নিষিদ্ধ করেছেন, কিন্তু ফস্টাস অস্বীকার করেছিলো তাঁর নির্দেশ। চব্বিশ বৎসরের মিথ্যা উপভোগ আর অমিতাচারের লোভে ফস্টাস হারিয়ে ফেলেছে স্বর্গীয় আনন্দ আর আশীর্বাদ। আপন রক্তের অক্ষরে আমি নারকী

শয়তানের কাছে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দিয়েছিলাম। নির্ধারিত কাল তার অতিক্রান্ত, এসে গেছে চরম মুহূর্ত, এখুনি সে আসবে আমাকে যন্ত্রণা পংকিল নরকে নিয়ে যেতে।

১ম জ্ঞানী : ফস্টাস, তুমি কেন আমাদের পূর্বে জ্ঞাত করোনি? আমরা তোমার জন্যে প্রার্থনায় নিবিষ্ট হয়ে পড়তাম।

ফস্টাস : তোমাদের জ্ঞাত করানোর বিষয় আমি প্রায়শই ভাবতাম। কিন্তু যখনি আমি আমার দেহ আর আত্মার মুক্তি সাধনের জন্যে জগদীশ্বরের নাম স্মরণে আনতাম, স্বর্গের বাণী শ্রবণে ইচ্ছুক হতাম, শয়তান আমাকে খণ্ডবিখণ্ড করে হত্যা করার ভীতি প্রদর্শন করতো। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বন্ধুগণ তোমরা এ স্থান পরিত্যাগ করো, না হলে আমার সঙ্গে তোমরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে।

২য় জ্ঞানী : হায় ফস্টাসকে রক্ষা করার জন্যে আমরা কি করবো এখন?

ফস্টাস : আমার প্রসঙ্গে ভেবে আর কোনো ফলোদয় হবে না। রক্ষা করো নিজেদের। এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হও তোমরা।

২য় জ্ঞানী : ঈশ্বর নিশ্চয়ই শক্তি দেবেন, আমি ফস্টাসের সঙ্গেই থাকবো।

১ম জ্ঞানী : ঈশ্বর হয়তো ক্ষুব্ধ হবেন তাতে। বরং চলো পাশের ঘরে গিয়ে ফস্টাসের জন্যে প্রার্থনায় নিমগ্ন হই।

ফস্টাস : হায়! প্রার্থনা, প্রার্থনা, প্রার্থনা করো আমার জন্যে। এবং যদি কোনো বিশৃংখলা তোমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে বর্বরও করে তবু তোমরা এ কক্ষে প্রবেশ করো না। আমার নিকটবর্তী হয়ো না, কারণ, কোনো কিছুই আর আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

২য় জ্ঞানী : তুমি নিজেও প্রার্থনা করো ফস্টাস। ঈশ্বর যেন তাঁর অসীম করুণায় তোমাকে মুক্তি দান করেন, আমরাও সেই প্রার্থনাই করছি।

ফস্টাস : বিদায় প্রিয় বন্ধুগণ, বিদায়। যদি আগামীকাল প্রভাত পর্যন্ত
জীবিত থাকি তবে সাক্ষাৎ হবে আমাদের, নতুবা জেনে রেখো
নিশ্চিতই ফস্টাসের অধিবাস চিরন্তন নরক গহ্বরে।

সকলে : বিদায় ফস্টাস। (তাদের প্রস্থান)

(ঘড়িতে এগারোটা বাজবার শব্দ শোনা যায়।)

ফস্টাস : হায় ফস্টাস, আর শুধু এক ঘণ্টা কাল জীবনের আয়ু,
অতঃপর অভিশপ্ত চিরতরে তুই।
আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী, বন্ধ করো অবিরাম গতি তোমাদের
স্তব্ধ হোক সমস্ত সময়
মধ্যলগ্ন যেন ফিরে না আসে কখনো।
প্রকৃতির উজ্জ্বল নয়ন হে সবিতা, তিমির বিনাশী,
তুমি প্রজ্বলিত করো আপনারে, চিরস্থায়ী করো স্থিতিকে
তোমার।
রাত্রের অশ্বেরা তোমরা ধীর হও, শান্ত করো গতি তোমাদের।
এই অন্তিম ক্ষণের আয়ুষ্কাল হোক একটি বৎসর
নতুবা একটি মাস, কিংবা অর্ধপক্ষ, কি একান্তই একটি দিবস,
যেন পাপে নিমজ্জিত আত্মা এই ফস্টাস
অনুতাপে দগ্ধ হতে পারে। রক্ষা করতে পারে আত্মা তার।
হায়, নক্ষত্রমণ্ডলী যতো তবু গতিমান,
অস্থির কালের যাত্রা,
এখনি ঘোষিত হবে মধ্যপ্রহরের ধ্বনি,
সম্মুখে দাঁড়াবে এসে হিংস্র লুসিফার,
এবং ফস্টাস অভিশপ্ত হবে চিরতরে।

মহান ঈশ্বর তুমি আমাকে গ্রহণ করো পুনর্বার
হে করুণাময়!—

কে আমাকে টানিছে অতলে ?—
ওই, ওই যীশুর শোণিত ধারা
বয়ে চলে নির্ঝরিণী যেন !
একটি বিন্দু তার মুক্ত করে দিতে পারে
আত্মাকে আমার, এমন কি অর্ধ বিন্দু,
হে আমার যীশু, ত্রাণকর্তা যীশু !—

মহান যীশুর নাম উচ্চারণে তুমি ক্রুদ্ধ লুসিফার,
আমার আত্মাকে আর করো না বিক্ষত !
তবু, তবু আমি নেবো যীশুর শরণ।
পরিত্রাণ দাও আমাকে হে লুসিফার !

কিন্তু হায়, কোথা সেই পবিত্র শোণিত ?—নেই নেই।
ওই সর্বশক্তিমান মহাপ্রভু নির্দয় দৃষ্টিতে তাঁর
বিদ্ধ করে দিচ্ছেন আমাকে !
শিলাময় হে পর্বতমালা তোমাদের সমস্ত কাঠিন্যে
তোমরা পতিত হও আমার পাতকী দেহে,
রক্ষা করো ওই ঈশ্বরের ক্রোধবহ্নি থেকে !
না ! না !

হে ধরিত্রী, মাতা বসুমতী দ্বিধা হও !
হায়, সে নিষ্ঠুরাও দেবে না আশ্রয় !
হে আমার ভাগ্য-নক্ষত্রেরা, যারা
নিয়ন্ত্রণ করেছো আমার জন্ম এবং মৃত্যুকে
কুয়াশার ধূম্রজালে ফস্টাসেরে আচ্ছাদিত করো,
আমাকে আশ্রয় দাও ওই মেঘপুঞ্জে,
তার অজস্র বর্ষণ ধারে হয় যেন বিধৌত আমার দেহ ;
অতঃপর বাতাসে ছড়িয়ে দাও তারে,

এবং বিদেহী আত্মা এ আমার স্থান লভে চির স্বর্গধামে !

(ঘড়িতে অর্ধ ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়)

হায়, অর্ধেক ঘণ্টারও শেষ। অতিক্রান্ত হয়ে যাবে সে-ও।
হা ঈশ্বর মহান, তোমার
কোনোই করুণা যদি না থাকে আমার প্রতি তবে
পবিত্র যীশুর নামে, যার আপন শোণিতধারা দিয়ে গেছে
মানবের মুক্তিলেখা, দিয়ে গেছে আমাকেও,
তারি কিছু ধারাপাত হোক আমার এ পাতকী শরীরে
হ্রাস করে দিতে এই দুঃসহ যন্ত্রণা !
আমাকে নিশ্চিত করো হে করুণাময়,
সহস্র কি লক্ষ বৎসরের নারকীয় যন্ত্রণায় ফস্টাসেরে নিঃস্ব হতে দিয়ে
অবশেষে মুক্তি দেবে তাকে !
কিন্তু অভিশপ্ত পাতকী আত্মার শাস্তি যে অশেষ !
কেন, কেন, সৃষ্টিকর্তা তুমি চাও নাকো মানবের আত্মা কেন তবে ?
কেন তুমি মানুষেরে করো না অমর তোমার মতোই ?— কেন কেন ?
হায়, পিথাগোরাসের ৫১ তত্ত্ব সত্য যদি হতো—
অন্য দেহে আত্মার প্রবেশ, দেহান্তর,
তাহলে আমার আত্মা উড়ে যেতো আমা হতে,
যেতো কোনো পশুর শরীরে।
পশুরা সবাই সুখী, কেননা মরণে
মিশায় তাদের আত্মা অন্য কোনো বস্তুর স্বভাবে।

৫১. খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিক ও অঙ্কবিদ

কিন্তু হায়, আমার আত্মা যে জীবিতই রয়ে যাবে
যতোক্ষণ নরক আশ্রয়ে না হবে আশ্রিত !

অভিশাপ হে আমার জনক জননী,
উচ্চারণ করি অভিশাপ বাণী তোমাদের প্রতি,
না, না, অভিশাপে বিক্ষত করো হে ফস্টাস নিজেরে,
অভিশাপ হানো লুসিফারে যে কিনা তোমাকে
স্বর্গের আনন্দ হতে বঞ্চিত করেছে চিরতরে।

(ঘড়িতে বারোটা বাজবার শব্দ শোনা যায়।)

হায়, ওযে বাজে, বাজে, বেজে চলে অন্তিম প্রহর।
শরীর আমার মুহূর্তেই মিশে যাও তুমি অদৃশ্য পবণে,
না হলে, না হলে ওই লুসিফার কতো দ্রুত এখনি তোমাকে
টেনে নিয়ে যাবে যে নরকে !

(বজ্রপাত ও বিদ্যুতের শব্দ শোনা যায়।)

প্রিয় হে আমার আত্মা, পরিণত হও তুমি
অজস্র অসংখ্য ক্ষুদ্র সলিল বিন্দুতে,
এবং পতিত হও সমুদ্রের অসীম গভীরে,
কোনোদিন যেন আর না মেলে সন্ধান।

(লুসিফার ও অনুচরদের প্রবেশ)

হে বিশ্বপালক করতার, ঈশ্বর আমার,
ক'রো না বিদীর্ণ আর তোমার নির্দয় দৃষ্টিবাণে !
বিষধর সর্পকুল, শয়তানের অনুচর, মিনতি আমার—
সামান্য ক্ষণের জন্যে নিতে দাও নিশ্বাস আমাকে।
অন্ধকার গলিত নরক, ব্যাদান করো না ওই প্রবেশের
দ্বার।

দূরে যাও, সরে যাও, লুসিফার, এসো না, এসো না,
পরিত্যাগ করে যাও আমাকে হে লুসিফার !
আমার সমস্ত গ্রন্থাবলী
দগ্ধ করে ভস্ম করে দেবো—
আ—হ্ মেফিস্টোফিলিস।

(মৃত ফস্টাসকে নিয়ে শয়তানদের প্রস্থান)

।। যবনিকা ।।